ডরড্রেচ্ট-এর স্বীকারোক্তি

Canons of Dordrecht

1618-1619

রেভা. ইম্মানূয়েল সিং দ্বারা প্রকাশিত

Copyright © CERC INDIA

Published by:
কভেন্যান্ট ইভ্যানজেলিক্যাল রিফর্মড্ চার্চ অফ ইন্ডিয়া

কভেন্যান্ট ইভ্যানজেলিক্যাল রিফর্মড্ চার্চ অফ ইন্ডিয়া
১২১/৩৭ মালঞ্চ, এম, জি, রোড, কলকাতা-১০৪
Email-covenentkolkata@gmail.com
Mobile No-+9199093431850
www.cercindia.in

ডরড্রেচ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের সূচনা

ডরড্রেচ্ট ধর্মীয় অনুশাসন হ'ল সমন্বয়ের তৃতীয় অংশ, আমাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে সেটি একাধিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ। এই প্রকার স্বীকারোক্তিগুলো একমাত্র মণ্ডলীর সাধারণসভা ১৬১৮-১৯-এর মহান সিনোড কর্তৃক রচিত। নেদারল্যান্ডে অবস্থিত সংস্কারক মণ্ডলীর (Reformed Chuch) আভ্যন্তরীণ বিতর্কমূলক ঘটনার মাধ্যমে এর সূত্রপাত, যা তৈরি হয় আর্মেনীয় (Arminian) ভ্রান্তশিক্ষার উত্থানকে কেন্দ্র করে। পাঁচটি বিষয় সম্বলিত তীব্র আপত্তিকর বিধিমত সম্পর্কে সিনোডের যে রায় তা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই প্রকার স্বীকারোক্তি এটাও ব্যাখ্যা করে যে, ধর্মীয় অনুশাসন পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্তঙ্ম সার্বভৌম পূর্বনির্ধারণ, (Sovereign Predestination) নির্দিষ্টরূপে প্রায়শ্চিত্তকরণ, (Particular Atonement) পূর্ণাঙ্গ পাপ প্রকৃতি, (Total Depravity) অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহ, (Irresistible Grace) ও সাধুগণের ঐকান্তিক অধ্যাবসায় ও সাধনা। (Perseverance of Saints) যেহেতু পাঁচটি আপত্তিজনক বিষয়ের উত্তররূপে অনুশাসনটি এসেছে। তাই অন্যান্য স্বীকারোক্তির মতো সত্যের পূর্ণ প্রতিফলন না হয়ে আংশিকভাবে হয়ে থাকে। মূলত এই কারণেই *"স্বীকৃত বিশ্বাস সূত্রে''* (Formula of Subcription) অনুশাসনটিকে Heidelberg Catechism ও 'বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির' (Confession of Faith) কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যারূপে বিবেচিত হয়। আর্মেনীয়দের (Arminian) শেখানো প্রত্যেকটি ভুল-ত্রুটিকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে প্রতি অধ্যায়ে *"ত্রুটি-প্রত্যাখ্যানমূলক''* (Rejection of Errors) বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে এবং সেটা শাস্ত্র সম্মত উপায়েই করা হয়ে থাকে যেন অনুশাসনের মধ্যে সত্যকে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়দিক দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই ধর্মীয় অনুশাসনটি সমসাময়িক সময়ের সকল সংস্কারক মণ্ডলীর (Reformed Church) মিলিত ঐক্যমত। ডরড্রেচ্ট সিনোডের অধীনে সকল কার্যের মধ্যে সংস্কারক অন্যান্য মণ্ডলীগুলি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল; এবং যখন অনুশাসনটি সম্পূর্ণতা পেয়েছিল, তখন থেকে আগত প্রতিনিধি দল ও ডাচ্ (ওলন্দাজ) প্রতিনিধিবর্গরা তাদের স্বাক্ষর দিয়ে সেটিকে স্বাগত জানিয়েছিল। অনুশাসনটিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার পর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্মরণ করা হয় কীভাবে জীবন মৃত্যুর সংঘাতের মাঝেও প্রভু সংস্কারক মণ্ডলীগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন এবং পরিত্রাণ যে কেবল প্রভুর নিকটেই পাওয়া সম্ভব এই সত্যটিকেও তিনি সংরক্ষিত রেখেছেন।

ধর্মীয় অনুশাসন (Cannon)

সংস্কারক মণ্ডলীর (Reformed Church) **জাতীয় সিনোডে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত, ডরড্রেচ্‌টে অনুষ্ঠিত, ১৬১৮ ও ১৬১৯ সাল।**

★★★

উপদেশাবলীর প্রথমার্ধ
ঐশ্বরিক পূর্বনির্ধারণ

ধারা:-১. সকল মানুষ আদমের মধ্য দিয়ে পাপ করেছে, অভিশাপের অধীন রয়েছে, এবং অনন্তকালীন মৃত্যুর পথযাত্রী, সেই পাপের কারণে যদি ঈশ্বর তাদের বিনষ্ট হতে দিতেন, এবং দণ্ডাজ্ঞার অধীন করতেন, তাহলেও তিনি অন্যায় করতেন না, প্রেরিতের বাক্য অনুসারে রোমীয় ৩:১৯ *"যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগত ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়।''* তারপর ২৩ পদ। *"কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে।''* এবং রোমীয় ৬:২৩ *"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু''*

ধারা:-২. কিন্তু এর মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ পেল, যে *"তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিলেন যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।''* (১ যোহন ৪:৯; যোহন ৩:১৬)।

ধারা:-৩. মানুষকে যেন বিশ্বাসে আনয়ন করা যায়, দয়া পরাবশ হয়ে আনন্দের সুসংবাদ বহন করে নিয়ে যেতে তাঁর বার্তাবাহকদের প্রেরণ করেন তাদেরই নিকটে যাদের তিনি তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছায় মনোনীত করেছেন তাঁরই নিরূপিত ক্ষণে; যাঁর পরিচর্যায় মানুষ অনুতাপ করতে ব্রতী হয় এবং ক্রুশারোপীত খ্রীষ্টেতে 'বিশ্বাস স্থাপন করে।' রোমীয় ১০:১৪, ১৫: *"কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? আর প্রেরিত না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে?''*

ধারা:–৪. সুসমাচারে বিশ্বাস স্থাপন করেনি যারা তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ রয়েছে। কিন্তু যারা গ্রহণ করেছে, প্রভু যীশুকে পরিত্রাতারূপে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছে সত্য ও জীবন্ত বিশ্বাসে, তাদেরকে প্রভু ঈশ্বরের কোপ থেকে উদ্ধার করবেন, ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাবেন এবং অনন্ত জীবনদানে তিনি তাদের ভূষিত করবেন।

ধারা:-৫. এই প্রকার অবিশ্বাসের কারণ ও অপরাধবোধ এবং অন্যান্য সকল পাপ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কখনোই বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে না; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তা বিবেচিত হয়; যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিত্রাণ ঈশ্বর প্রদত্ত মুক্ত উপহার। যেমন লেখা আছেঃ্ব *"কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান''* (ইফিষীয় ২:৮)। *"তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর তাহা নয়''* (ফিলিপীয় ১:২৯)।

ধারা:-৬. ঈশ্বরের কাছ থেকে কেউ কেউ বিশ্বাসের বরদান পেয়ে থাকেন এবং অনেকে আছেন যারা গ্রহণ করতে পারেননি সেটা তাঁর অসীম অনন্তকালীন বিধিব্যবস্থা থেকেই আসে, *"তিনি পুরাকাল অবধি এই সকল বিষয় জ্ঞাত করেন।''* (প্রেরিত ১৫:১৮) *"বাস্তবিক যিনি সকলই আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সাধন করেন . . .''* (ইফিষীয় ১:১১)। সেই বিধি অনুসারে তাঁর করুণাবাহুল্যে মনোনীতদের হৃদয় নরম করে তোলেন, সে যতই কঠিন হোক না কেন, এবং বিশ্বাস করার পক্ষে ক্রমশ এক ঝোঁক তৈরি হয়, অন্য যারা তাঁর মনোনীত নয় তাদেরকে তিনি তাঁর ন্যায়বিচার অনুসারে তাদেরকে তাদের দুষ্টতা ও একগুঁয়েমীর অধীনে সমর্পণ করে দেন। এখানে বিশেষ করে ও

গভীরভাবে দেখানো হয়েছে যে, একদিকে যেমন তিনি করুণাময়, মঙ্গলময়, আবার অন্যদিকে পবিত্র পক্ষপাত মানুষ-মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবার বহু মানুষ জীবনলাভ করছে, একদিকে ঈশ্বর মানুষকে মনোনীত করেন, আবার অনেকের জীবনে নেমে আসে ঐশ্বরিক প্রত্যাখ্যান যা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, মুদ্রার এক প্রান্তে বিকৃত, কলুষিত, অস্থির মনের মানুষেরা তাদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনে, অপর প্রান্তে পবিত্র, বিশুদ্ধ মনের মানুষেরা পায় এক অনির্বচনীয় সান্ত্বনা।

ধারা:-৭. ঐশ্বরিক নির্বাচন হল ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য দ্বারা পৃথিবীর গোড়াপত্তনের পূর্বে, তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা ও আনন্দ অনুসারে তাঁর অসীম অনুগ্রহে, সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যাকে বেছে নিয়েছিলেন যারা তাদের পূর্বকালীন ন্যায় পরায়ণতা ও পবিত্রতার চূঁড়া থেকে পতিত হয়ে পাপের ধ্বংসস্তুপে নিমজ্জিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষেরা খ্রীষ্টেতে মুক্তি পাবে, যাঁকে অনন্তকালীনভাবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন ও মনোনীতদের মস্তকস্বরূপ করেছেন, এবং পরিত্রাণের ভিত্তিস্বরূপ করেছেন।

এই মনোনীতবর্গ, যদিও প্রকৃতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বা অন্যান্য থেকে তুলনামূলকভাবে যোগ্যতরও নয়, কিন্তু এদের সকলেরই একটি সাধারণ কষ্ট দুঃখ আছে, যা ঈশ্বরের বিধি অনুসারে খ্রীষ্টকে দত্ত হয়েছে যাতে তাঁর দ্বারা উদ্ধার পায়, তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা তারা আহূত হয়ে তাঁর নিকটে আকর্ষিত হতে পারে, যাতে তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে পারে, শুচিকৃত হতে পারে। সত্য বিশ্বাস অর্পণ করা হবে এবং পরাক্রমশালীভাবে তাঁর পুত্রের সহভাগিতায় সংরক্ষিত হয়েছে, শেষে তাঁর করুণার প্রদর্শন ও গৌরবজনক অনুগ্রহের প্রশস্তির জন্য গৌরব করা; যেমন লেখা রয়েছে *"কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই; তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিত সংকল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন। সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন . . .''* (ইফিষীয় ১:৪-৬)। এবং অন্যত্র; *"আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্মিক গণিত করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্মিক গণিত করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন''* (রোমীয় ৮:৩০)।

ধারা:–৮. পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে মনোনীতকরণের বিভিন্নতা হয় না, বরং সকলের জন্য একই নীতি প্রযোজ্য। শাস্ত্র বলে ঐশ্বরিক আহ্লাদ, উদ্দেশ্য ও পরামর্শ সকলের জন্য সমান, তাই সেই নীতি অনুসারে তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ থেকে গৌরব পর্যন্ত অনন্তকালীনরূপে মনোনীত করেছেন, পরিত্রাণ ও সেই পথে পাড়ি দিতে আমাদের অভিষিক্তও করেছেন।

ধারা:-৯. ঐশ্বরিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধির বিভিন্নতা অধিক নেই, কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় বিধি যা পুরাতন ও নতুন নিয়মকে সকল পরিত্রাণ প্রাপ্ত বা যারা প্রাপ্ত হবে তাদেরকে সম্মান করে; যেহেতু শাস্ত্র উদ্দেশ্যকে ঘোষণা করে, ঈশ্বরের পরামর্শকে মান্য করার নির্দেশ দেয় যা অনুসারে অনন্তকালীনভাবে আমাদেরকে অনুগ্রহ ও গৌরবের নিমিত্ত মনোনীত করেছেন, পরিত্রাণ ও পরিত্রাণের পথে যেন আমরা চলি যে জন্যে তিনি আমাদের অভিষেক দিয়েছেন।

এই ঐশ্বরিক নির্বাচন কোনো পূর্বদৃষ্ট বিশ্বাস, বা বিশ্বাসের বাধ্যতা, পবিত্রতা বা অন্য কোনো বিশেষ মানবিক গুণাবলী বা স্বভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি বা সেগুলির উপর নির্ভর করে কোনো প্রকার পূর্ব শর্তাবলী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কিন্তু মানুষ বিশ্বাসের প্রতি, বিশ্বাসের বাধ্যতার প্রতি ও পবিত্রতার প্রতি আহূত। সুতরাং, ঐশ্বরিক নির্বাচনই হলো মানুষের প্রত্যেকটি উত্তম কাজের মূল উৎস, যেখান থেকে উৎসারিত হয়ে আসে বিশ্বাস, পবিত্রতা, এবং পরিত্রাণ সংক্রান্ত অন্যান্য বরদান, শেষে অনন্তকাল পর্যন্ত এর ফল ও প্রভাবস্বরূপ, প্রেরিতের মতে: *"খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই''* (ইফিষীয় ১:৪)।

ধারা:– ১০. এই অনুগ্রহশালী ঐশ্বরিক নির্বাচনের মূল কারণ হল ঈশ্বরের গভীর আহ্লাদ, যা মানবিক গুণাবলীর দ্বারা বা সৎ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না; কিন্তু তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা ও আনন্দ অনুসারে যাকে যেমন ইচ্ছা তিনি পাপ

থেকে উদ্ধার করে নিজের নিকটে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন, অদ্ভুত প্রজারূপে গ্রহণ করেছেন, যেমনভাবে লেখা আছেঃ*"ইহা প্রতিজ্ঞারই বাক্য। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আবার রিবিকা এক ব্যক্তি হইতে, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্হাস হইতে, গর্ভবতী হইলে পর . . . জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে; যেমন লিখিত আছে আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি''* (রোমীয় ৯:১১-১৩)। *"এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল''* (প্রেরিত ১৩:৪৮)।

ধারা:-**১১.** ঈশ্বর স্বয়ং শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞার আধার, অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞানী, এবং সর্বশক্তিমান, সেই জন্যে যে নির্বাচন তাঁর দ্বারা হয় তা কোনভাবে বিঘ্নিত বা পরিবর্তিত হয় না, পরে পুনরায় সংশোধিত বা বাতিল হয়ে যায় না; মনোনীতদের ফেলে দেওয়া হয় না, বা তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায় না।

ধারা:-**১২.** (যদিও) বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পরিমাণে মনোনীতরা সঠিক নিরূপিত সময়ে তাদের অনন্তকালীন নিশ্চয়তা খুঁজে পাবে যা প্রকৃতিগতভাবে অপরিবর্তনীয়। সেটা পেতে গেলে কৌতুহলী হয়ে ঈশ্বরের গভীর বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয়, রবং নিজেদেরকে পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা তা সাধন করতে হবে। সেটা সম্ভব হবে আধ্যাত্মিকতার আনন্দ, পবিত্র আমোদ-আহ্লাদের মাধ্যমে। নির্বাচনের পবিত্র ফলের বিষয় বাক্যে লিখিত আছে যেমন খ্রীষ্টেতে সত্য বিশ্বাস, সন্তানসম ভয়, পাপের জন্য ঐশ্বরিক দুঃখ, ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হওয়া ইত্যাদি।

ধারা:–**১৩.** এই প্রকার নির্বাচনের প্রতি যে নিশ্চয় ও প্রত্যয়জ্ঞান তৈরি হয় তার ফলে ঈশ্বরের সন্তানদেরকে বহু অপমান, লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর করুণার গভীরতার কারণে তারা নিজেদেরকে শুচি করতে পারে ও তাঁকে সর্বান্তঃকরণে প্রেম নিবেদন করতে পারে যা তিনি প্রথমে তাদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ মান্য করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অবহেলা প্রশ্রয় না দিতে বা মাংসিক অভিলাষের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচাতে নির্বাচনের মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। যদিও অনেকেই তাই মনে করেন। সেগুলো ভ্রান্তচিন্তার ফসল। সত্যি কথাটা হল এটা ঈশ্বরের বিচার। তাই নির্বাচনের অনুগ্রহকে যেন কেউ হালকাভাবে না নেয়, বরং, ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত সেভাবেই যেন জীবন যাপন করে।

ধারা:- **১৪.** ঐশ্বরিক মনোনয়নের বিষয়টি ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার দ্বারা স্থির করেছেন যা প্রকাশ পেয়েছে ভাববাদীদের দ্বারা, স্বয়ং খ্রীষ্ট এর অনুমোদন দিয়েছিলেন, প্রেরিতরাও। যা পুরাতন ও নূতন নিয়মের মাধ্যমে শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং, সঠিক সময়ে যেগুলো প্রকাশিত হবে এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীতে স্থান পাবে। যে কারণে অদ্ভুতভাবে সেগুলোকে প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে ও আত্মার পরিচালনায় ও ভক্তিতে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান নামে ও পবিত্রতায় যেন তা সম্পাদন করা হয়। ফলে মানুষ যেন সান্ত্বনা পায়, কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে ও উদ্দেশ্যহীনরূপে যেন সর্বশক্তিমানের গোপন বিষয় অনুসন্ধান না করি (প্রেরিত ২০:২৭; রোমীয় ১১:৩৩,৩৪; ১২:৩; ইব্রীয় ৬:১৭, ১৮)।

ধারা:- **১৫.** অনন্তকালীন, শর্তহীন মনোনীতকরণের বিষয়ে শাস্ত্রের যে সাক্ষ্য তা যেমন চিত্তাকর্ষকরূপে দেখানো হয়েছে, আবার সেটা সুপারিশ করাও হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের ঈশ্বর তাঁর ন্যায়বান, সার্বভৌম, অটল মঙ্গলকারী প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনন্তকালের নিমিত্ত মনোনীত করেছেন। বাকি সকলে দুঃখের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে যা তারা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে এবং পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস তাদের প্রদত্ত হয়নি ও মন পরিবর্তনের নিমিত্ত অনুগ্রহ থেকে তারা বঞ্চিত; তবুও তাদের আপন আপন পথ স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়ার জন্য ও কর্মের জন্য ঈশ্বরের ন্যায় সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়ানোর সুযোগ তাদের থাকছে, সেখানেই তিনি তাঁর ন্যায়বিচারের রায় ঘোষণা করে ও দোষীকৃতদেরকে তাদের অবিশ্বাস ও পাপের জন্য শাস্তি ঘোষণা করবেন। যেহেতু তারা জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় নিয়েছে, তাই তাদের পাপপূর্ণ আচরণের জন্য ঈশ্বরকে কোনভাবে দায়ী

করা যায় না (এই ধরণের কোন প্রকার চিন্তাও ঈশ্বর নিন্দা বলে বিবেচিত হবে)। কিন্তু এই বিষয়টি ঈশ্বরকে ন্যায়বান বিচারক, ধার্মিক, ভয়ার্হ ও প্রতিশোধকারীরূপে তুলে ধরেছেন।

ধারা:-**১৬.** যারা এখনও পর্যন্ত খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, প্রাণে নিশ্চয়তা বা প্রত্যয় তৈরি হয়নি, বিবেকে শান্তি অনুভব করে না, শিশুসুলভ বাধ্যতা নেই, খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরকে গৌরব দিতে জানে না (তবুও) ঈশ্বরের মনোনীত অনুগ্রহের কার্যগুলি তাদের মধ্যে কার্যকরীরূপে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে নিন্দার কথা উল্লেখ করা মাত্র যেন তারা আতঙ্কিত হয়ে না পড়ে বা নিজেকে যেন হীন বলে মনে না করে, বরং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ধরে রাখতে হবে এবং তীব্র ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে। গভীর নিষ্ঠা ও বিনম্রচিত্তে ঈশ্বরের অধিক অনুগ্রহের নিমিত্ত অপেক্ষা করুন। নিন্দার কথা শুনেই ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যদিও তারা ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছানোর প্রয়াস করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়, মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার পেতে চায়, তবুও সেই পবিত্রতার উচ্চশিখরে তারা পৌঁছাতে পারবে না; যেহেতু করুণাময় ঈশ্বর আমাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের জলন্ত শিখা নেভাবেন না বা ভঙ্গুর নল খাগ্‌ড়া ভেঙে ফেলবেন না। কিন্তু এই প্রকার মনোনীত করণের বিশ্বাসসূত্র তাদের কাছে আতঙ্কের কারণ হতে পারে যারা এই পার্থিব জগতে মশগুল ও পরিত্রাতাকে ভুলে গিয়ে মাংসিক অভিলাষে মত্ত হয়েছে ও ঈশ্বরের নিকটে মনপরিবর্তন করেনি।

ধারা:- **১৭.** যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছাটাকে আমাদের বুঝতে হবে ও বাক্য উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বাসীদের সন্তানেরা প্রকৃতিগতরূপে পবিত্র না হলেও অনুগ্রহের বৈগুন্যে শুচিকৃত। পিতা মাতা একত্রে, বিশেষ করে ঈশ্বর ভয়ে ভীত পিতামাতারা যেন সন্দেহ না করেন তাদের সন্তানদের মনোনীতকরণ ও পরিত্রাণ সম্পর্কে কারণ শৈশবস্থা থেকেই তিনি তাদের মনোনীত করে রেখেছেন।

ধারা:-**১৮** যারা [ঈশ্বরের] মুক্ত অনুগ্রহ দ্বারা মনোনীত করণের বিষয়টিকে ঠিক মেনে নিতে পারেন না বা [তাঁর] তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটিকেও হজম করতে যাদের বেগ পেতে হয়, তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত [পৌলের] বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে, *"হে মনুষ্য, বরং তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ?"* (রোমীয় ৯:২০)। এছাড়া, পরিত্রাতার ভাষায় বলা যায়, *"আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই?"* (মথি ২০:১৫)। সুতরাং, এই সকল গূঢ় রহস্যগুলোকে পবিত্ররূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রেরিত [পৌলের] বাক্যগুলি তুলে ধরা হলঃ

"আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন বোধাতীত! তাঁহার পথ সকল কেমন অনুসন্ধেয়! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে? তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে? অথবা কে অগ্রে তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে যে, এজন্য তাহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে? যেহেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নির্মিত। যুগে যুগে তাঁহারই গৌরব হোক। আমেন" (রোমীয় ১১:৩৩-৩৬)।

[ঈশ্বরের] মনোনীতকরণ ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধীয় শিক্ষা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার পর সিনোড ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেঃ

ত্রুটি ১: যারা শিক্ষা দেয় যে, পরিত্রাণের পরিকল্পনা ঈশ্বর তাদের জন্যেই রেখেছেন যারা প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করবে এবং বিশ্বাস ও বাধ্যতায় নিষ্ঠার সাথে চলবে, এবং এই শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য কোনো শিক্ষার কথা ঈশ্বরের বাক্যে দেওয়া নেই।

প্রত্যাখ্যান:- এ সকল বিষয়গুলি সরল লোকদেরকে প্রতারিত করে ও শাস্ত্রের বিরোধিতা করে। শাস্ত্র বলে যে, যারা বিশ্বাস করে তাদেরই শুধু ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন না, বরং অনন্তকালীনভাবে কিছু মানুষকে তিনি সার্বভৌমরূপে

মনোনীত করেছেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসে ও ধৈর্যে গ্রহণ করবেন ঠিক যেমনভাবে লিখিত আছে। *"জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি''* (যোহন ১৭:৬)। *"এবং যতলোক অনন্তজীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল''* (প্রেরিত ১৩:৪৮)। *"কারণ তিনি জগত পত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টেতে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই''* (ইফিষীয় ১:৪)।

ত্রুটি ২: যারা শিক্ষা দেয় যে অনন্ত জীবনের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোনয়ন ঈশ্বর রেখেছেন: একটি সাধারণ ও অনির্দিষ্ট, আর অন্যটি হল বিশেষ বা নির্দিষ্ট মনোনয়ন। একটি প্রকৃতিগতভাবে অসম্পূর্ণ, প্রত্যাহারযোগ্য, অনির্ধারক, এবং শর্তশাপেক্ষ। আর অন্যটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যায় না এমন, নির্ধারক এবং নিরঙ্কুশ। সেই রকমঙ্খবিশ্বাসের প্রতি একটি মনোনয়ন ও পরিত্রাণের প্রতি মনোনয়ন, যাতে মনোনয়ন বিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারে পরিত্রাণের মনোনীত না হয়েও।

প্রত্যাখ্যান: এটা মানুষের মনের একটি কল্পনা, যা শাস্ত্রকে ব্যতিরেকেই তৈরি হয়েছিল, যার দ্বারা মনোনীত করণের শিক্ষা কলুষিত হয়েছিল, এবং আমাদের পরিত্রাণের স্বর্ণশৃঙ্খল ভেঙে যায়: *"আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্মিক গণিতও করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্মিক গণিত করিলেন তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন''* (রোমীয় ৮:৩০)।

ত্রুটি ৩: যারা শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের আহ্লাদ ও উদ্দেশ্য যার সম্বন্ধে শাস্ত্র মনোনীতকরণের শিক্ষার উল্লেখ করে, সেটা নাকি এর মধ্যে অবস্থান করে না, এবং অন্যান্যদের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বেছে নেয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাব্য শর্ত (যার মধ্যে ব্যবস্থাও আছে) গুলি অথবা সকল বিষয় থাকতে পারে, বিশ্বাসের কার্য, যা প্রকৃতিগতভাবে শর্তসাপেক্ষ নয়, পাশাপাশি এর অসম্পূর্ণ, বাধ্যতা যা পরিত্রাণের শর্ত হিসেবে থাকবে এবং সেটাকে অনুগ্রহ পূর্বক পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতা হিসেবে গৃহীত হবে ও অনন্তকালীন জীবনের পুরস্কাররূপে বিবেচিত হবে।

প্রত্যাখ্যান: এই সকল ক্ষতের ভুল-ত্রুটিগুলি ঈশ্বরের আনন্দ ও খ্রীষ্টের কার্যের তাৎপর্যকে বহুলাংশে ম্লান করে দেয়, অনুগ্রহশালীভাবে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার সত্য থেকে ও শাস্ত্রের [জীবন্ত শিক্ষা] থেকে বহু দূরে সরে যায় যখন অর্থহীন, অনর্থক প্রশ্নবানে মানুষ জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং প্রেরিতের এই শিক্ষাও অসত্যরূপে ধরা হয়: *"তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ দিয়াছেন, এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের কার্য অনুসারে, এমন নয়। কিন্তু নিজ সংকল্প ও অনুগ্রহ অনুসারে করিয়াছেন; সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের পূর্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছিল . . . ''*(২ তীমথিয় ১:৯)।

ত্রুটি ৪: যারা শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসে মনোনীতকরণের ক্ষেত্রে একটি শর্তারূপ করা হয় যেন মানুষ তার সঠিক প্রকৃতি অনুসারে চলে। মনোনীতরা যেন নিষ্ঠাবান হয়, নম্রতায় চলে, নিরীহস্বভাব বিশিষ্ট হয়, এবং অনন্তকালীন জীবনলাভ করতে যা যা প্রয়োজন তা যেন তারা করে। সেগুলো দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে ঐ গুলোর উপরে আমাদের মনোনয়ন নির্ভরশীল।

প্রত্যাখ্যান: পেলেগিয়াসের (Pelagius) শিক্ষার স্বাদ আস্বাদন একটু ভিন্ন ও প্রেরিতের শিক্ষার থেকে আলাদা ও বিপরীত মুখী: *"সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছাপূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঙ্খক্রোধের সন্তান ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমনকি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ – এবং তিনি খ্রীষ্ট*

যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন; উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুরভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ ধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই ঈশ্বরের দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে'' (ইফিষীয় ২:৩-৯)

ত্রুটি ৫: যারা শিক্ষা দেয় যে বিশেষ ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্য অসম্পূর্ণ ও অনির্ধারক মনোনয়ন ঘটে পূর্বলক্ষিত বিশ্বাস, মনপরিবর্তন, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক মনোভাব যা প্রারম্ভিক পর্বে ছিল বা তাঁর ধারা রয়েছে অব্যাহত; কিন্তু সম্পূর্ণ ও নির্ধারক মনোনয়ন ঘটে কারণ পূর্বলক্ষ্যিত ধৈর্য্য যা বিশ্বাসে শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকে, মন পরিবর্তন, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক মনোভাব ও সুসমাচারমুখী যে কারণে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে; সুতরাং, বিশ্বাস, বাধ্যতার বিশ্বাস, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক মনোভাব ও ধৈর্য্য, গৌরবের প্রতি অপরিবর্তনীয় মনোনয়নের ফসল নয়। বরং, শর্তগুলি পূর্ব নির্ধারিত, পূর্বলক্ষিত তাদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণরূপে মনোনীত এবং যে কারণগুলি ব্যতিরেকে গৌরবের প্রতি অপরিবর্তনীয় মনোনয়ন সংঘটিত হয় না।

প্রত্যাখ্যান: এটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রের চরিত্র বিরোধী যা অবিরতভাবে হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং একই প্রকার ঘোষণা পাওয়া যায়: কার্য দ্বারা মনোনীত করা যায় না, কিন্তু তাঁর থেকেই আহ্বান আসে (রোমীয় ৯:১১)। *" . . . এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল''* (প্রেরিত. ১৩:৪৮)। *"কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই''* (ইফিষীয় ১:৪)। *"তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি''* (যোহন ১৫:১৬)। *"তাহা যখন অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তখন আর কার্য হেতু হয় নাই''* (রোমীয় ১১:৬); *"আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রেম করিলেন''* (১ যোহন ৪:১০)।

ত্রুটি ৬: যারা শিক্ষা দেয় যে পরিত্রাণের প্রতি মনোনীতকরণ অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু ঈশ্বর যাই বিধান দিন না কেন বিনষ্ট হবেই।

প্রত্যাখ্যান: যখন এর দ্বারা ঈশ্বরকে পরিবর্তনশীল করে তোলে, এবং মনোনীতকরণের থেকে মনের যে শান্তি তারা পায় তা বিঘ্নিত হয়, এবং পবিত্র শাস্ত্রের বিরোধিতা করে ও মনোনীতদের বিপথগামী করে (মথি ২৪:২৪) যে পিতা যাকে যাকে দিয়েছেন খ্রীষ্ট তাদের হারিয়ে যেতে দেন না (যোহন ৬:৩৯)। এবং পূর্বনির্ধারিতদের তিনি গৌরবান্বিত করেন, আহ্বান ও ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন (রোমীয় ৮:৩০)।

ত্রুটি ৭ : যারা শিক্ষা দেন যে, গৌরবের প্রতি অপরিবর্তনীয় যে মনোনয়ন এ জীবনে তার না আছে কোন ফল না আছে কোন সচেতনতা বা নিশ্চয়তা। ব্যতিক্রমী শুধু যা পরিবর্তনশীলতার উপর ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

প্রত্যাখ্যান : অনিশ্চিত নিশ্চয়তাকে নিয়ে কথা বলা যে বোকামীর নামান্তর শুধু তাই নয়, বরং সাধুগণের অভিজ্ঞতারও বিপরীত একটি বিষয়। সকল সাধুগণ সচেতনভাবে ঈশ্বরের অনর্জিত আনুকূল্যে নিজেদের ধন্য মনে করে প্রশস্তী করতেন এবং ঈশ্বর মনোনীত হওয়ার কারণে আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতেন (ইফিষীয় ১); 'প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিষ্যরা যেন আনন্দ করে কারণ স্বর্গে তাদের নাম লিখিত রয়েছে।' (লুক ১০:২০) সাধুগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, দিয়াবলের মিথ্যা অভিযোগ কোনরূপে মনোনীতদের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবে না: *"ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদিগকে ধার্মিক করেন; কে দোষী করিবে?''* (রোমীয় ৮:৩৩)।

ত্রুটি ৮: যারা শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতার ইচ্ছানুসারে কাউকে আদমের পাপের গর্তে ফেলে রাখার, বা পাপের অবস্থার মধ্যে রেখে দেওয়ার, দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেননি অথবা বিশ্বাস ও মনপরিবর্তনের জন্য যে অনুগ্রহ প্রয়োজন তা তিনি দেননি।

প্রত্যাখ্যান: এটা দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়েছে: *"অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন''* (রোমীয় ৯:১৮)। এবং এটাও: *"স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয়নি''* (মথি ১৩:১১)।

"হে পিত: হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ; হাঁ পিত:, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল'' (মথি ১১: ২৫;২৬)।

ত্রুটি ৯: যারা এই শিক্ষা দেয় যে, মনের সন্তুষ্টির কারণে ঈশ্বর কোন জাতির নিকটে সুসমাচার প্রেরণ করেন না; বরং এক জাতি অন্য জাতির থেকে বেশি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠতর বলেই সেই জাতির প্রতি সুসমাচার দেন।

প্রত্যাখ্যান: সেই কারণেই মোশি অস্বীকার করেছেন ও ইসরায়েল জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ*"দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর। কেবল তোমার পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতে সদাপ্রভুর সন্তোষ ছিল, আর তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অদ্যকার মতো সর্বজাতির মধ্যে তোমাদিগকে মনোনীত করিলেন''* (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৪-১৫)। এবং খ্রীষ্ট বলেছেন, *"কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসদা ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম কার্য করা গিয়াছে সে সকল যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে অনেক দিন পূর্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত''* (মথি ১১:২১)।

উপদেশাবলীর দ্বিতীয়ার্ধ
খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ ও তার দ্বারা মানুষের মুক্তি

ধারা ১: ঈশ্বর যে শুধু করুণাসিন্ধু তা নয়, কিন্তু তিনি সর্বোচ্চভাবে ন্যায় পরায়ণ। সুতরাং, তাঁর বিরুদ্ধে যে পাপ করা হয়েছে তার শাস্তি অবশ্য পেতে হবে (যেমন তাঁর বাক্যে তিনি প্রকাশ করেছেন শুধু ইহ জগতেই নয়, বরং অনন্তকালীনভাবে, দেহে ও প্রাণে উভয়ক্ষেত্রেই; সেই শাস্তিজনক শাস্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ বহন করছে, আমরা কেউ তা থেকে রক্ষা পাব না।

ধারা ২: অতএব, যেহেতু আমরা নিজেরা সেই শাস্তিজনক শাস্তির বোঝা বহন করতে পারব না ও ঐশ্বরিক ক্রোধের কবল থেকে নিজেদেরকে কোনভাবে উদ্ধার করতে পারি না, তাঁর অনন্তকালীন অনুগ্রহে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্যে দিয়েছেন যাঁকে পাপস্বরূপ আমাদের পরিবর্তে করা হয়েছে যাতে তিনি আমাদের হয়ে ঐশ্বরিক বিচারকে সন্তুষ্ট করেছেন।

ধারা ৩: [মানুষের] পাপের একমাত্র সন্তুষ্টিকরণ সম্ভব হয়েছে প্রভু যীশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এবং মূল্য অসীম ও অনন্তকালীন যা সমগ্র জগতের পাপ স্খলনের জন্য যথেষ্ট।

ধারা ৪: এই মৃত্যুর অনন্তকালীন ও অসীম মূল্য তৈরি হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্যে কারণ যে ব্যক্তি বলিকৃত হয়েছেন তিনি যে শুধু একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তাই নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, যিনি

অনন্তকালীন ও একই সত্তার অংশ পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে। ঐ সকল যোগ্যতাগুলো একত্রে তাঁকে আমাদের পরিত্রাতারূপে প্রতিষ্ঠা করে, কারণ পাপের জন্যে ঐশ্বরিক ক্রোধ অভিশাপ থেকে রক্ষার্থেই তাঁর আবির্ভাব।

ধারা ৫: অধিকন্তু, সুসসমাচারের প্রতিশ্রুতি হল যে কেউ বিশ্বাস করে খ্রীষ্টেতে সে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ মিলেমিশে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের দিকে পরিচালনা করে ও বিশ্বাসে মন পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটাই ঘোষণা ও প্রকাশ করতে হবে সর্বজাতির কাছে। সকল ব্যক্তি ও মানুষের কাছে (জাতি, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, স্থান নির্বিশেষে) যাদের জন্য আনন্দে ঈশ্বর এই সুসংবাদ পাঠাচ্ছেন।

ধারা ৬: পক্ষান্তরে, সুসংবাদ শুনেও যারা বিশ্বাসে মন পরিবর্তন করে না, প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, কিন্তু অবিশ্বাসে বিনষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রকার ঘাটতি খোঁজার চেষ্টা কোন কাজের কথা নয়, কিন্তু পুরো দোষটাই তাদের উপর বর্তায়।

ধারা ৭: কিন্তু যতজন প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করবে, এবং পাপের কূপ থেকে উদ্ধার পাবে প্রভু যীশুর মৃত্যুর মাধ্যমে, তারা সকলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ তাদেরকে খ্রীষ্টেতে অনন্তকালের জন্য দেওয়া হয়েছে। ও এক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত কোন অবদান নেই যা তারা দাবী করতে পারে।

ধারা ৮: এটাই পিতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, ইচ্ছা যেন তাঁর পুত্রের মহামূল্যবান মৃত্যুগুণে মানুষের পরিত্রাণ ও নবজীবন লাভের সুবর্ণসুযোগ সকল মনোনীত লাভ করে, বিশ্বাসে যেন তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে পারে, এবং এর দ্বারা ত্রুটিহীনভাবে যেন পরিত্রাণের পথে আসতে পারে; খ্রীষ্টের ক্রুশীয় রক্ত দ্বারা এটা ঘটে এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা, যার দ্বারা তিনি নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন, প্রত্যেক জাতির মানুষের মধ্যে যেন তা বিস্তার করে, দেশ, ও ভাষার মানুষের নিকটে পৌঁছে যায়, এবং অনন্তকালীনভাবে যারা পরিত্রাণের নিমিত্ত মনোনীত এবং পিতা ঈশ্বর কর্তৃক দত্ত তাদের উপর বিশ্বাস প্রদত্ত হয়েছে যাদের উপর পবিত্র আত্মার বরদান দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলকে তিনি তাঁর মৃত্যু দ্বারা ক্রয় করেছেন; পাপের থেকে মুক্ত করেছেন। বিশ্বাসের পূর্বে কিম্বা পরে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসকে ধরে রেখেছে, যাতে সকল প্রকার কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত হয় ও তাঁর উপস্থিতির গৌরব তারা উপভোগ করতে পারে চিরকাল।

ধারা ৯: এই উদ্দেশ্যে অনন্তকালীন প্রেমের ধারা উৎসারিতও হয়ে মনোনীতদের দিকে ধেয়ে যায়, যা জগৎ পত্তনের পূর্ব থেকে শুরু হয়ে পরাক্রমশালীরূপে বর্তমানেও সংঘটিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে যদিও নরকের বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিও চলবে একই সাথে, যাতে মনোনীতরা সকলে এক হতে পারে এবং প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা ধৌত হয়ে বিশ্বাসীর সংখ্যা মণ্ডলীতে যেন সর্বদা থাকে এবং বিশ্বস্তভাবে অবিরত পরিত্রাতার সেবা করতে পারে। যিনি মণ্ডলীর স্বামী ও মণ্ডলী তাঁর ভার্যা, যার জন্যে তিনি ক্রুশে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, এবং মণ্ডলী যেন এই পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা করতে পারে ও অনন্তকালীনভাবে তার ধারা থাকে অব্যাহত।

সঠিক মতবাদ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করা হল, সিনোড নিম্নলিখিত ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করলঃ্ম

ত্রুটি ১: যারা শিক্ষা দেয় যে পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিলেন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যে নয় যাতে খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা, লাভজনক বা মূল্য যা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকবে যদিও কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্যে যদি তা নাও হয়ে থাকে।

প্রত্যাখ্যান : এই শিক্ষা পিতার প্রজ্ঞাকে তুচ্ছজ্ঞান করে ও প্রভু যীশুর গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করে যা শাস্ত্রবিরোধীঃ্মএকথা আমাদের পরিত্রাতা বলেন, ‘‘যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে জানি; এবং মেষদিগের জন্য আমি

আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে" (যোহন ১০:১৫;২৭) পরিত্রাতা সম্বন্ধে যিশাইয় ভাববাদী বলেন, ''তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন। দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)।

পরিশেষে এটা বিশ্বাসের ধারার সঙ্গে সহমত পোষণ করে না যা অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বজনীন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী।

ত্রুটি ২: যারা শিক্ষা দেয় যে প্রভু যীশুর মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নতুন নিয়মকে সুনিশ্চিত করা নয়, কিন্তু পিতার মাধ্যমে নিয়মের সম্পর্ককে স্থাপন করা বা তিনি যেন পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, অনুগ্রহেই হোক বা কার্যের দ্বারাই হোক।

প্রত্যাখান: এটা শাস্ত্র বিরোধী যা বলে যে খ্রীষ্ট একজন শ্রেষ্ঠতর মধ্যস্থতাকারী নূতন নিয়মের জন্যে এবং নিয়মের বাধ্যতা যেখানে মৃত্যু ঘটেছে (ইব্রীয় ৭:২২; ৯:১৫, ১৭)।

ত্রুটি ৩: যারা শিক্ষা দেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর সন্তুষ্টির দ্বারা কারোর পক্ষে পরিত্রাণ যেমন স্থিরিকৃত করেননি, আবার অন্যদিকে বিশ্বাস, যার দ্বারা খ্রীষ্ট দত্ত পরিত্রাণ স্থিরিকৃত হয় সেটাও অবহেলিত। কিন্তু তিনি পিতার নিকটে কেবল কতৃত্বকে সমর্পণ করেছেন যাতে মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলা যায় বাধ্যতার গুণ দিয়ে, যাতে যতই মানুষের স্বাধীন সত্তা থাকুক না কেন দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই ঘটবেঙ্খনয় কিছুই হবে না আর নয়তো সকল কিছুই পরিপূর্ণ হবে।

প্রত্যাখান: খ্রীষ্টিয় মৃত্যুর ফসলটিকে অত্যন্ত ঘৃণ্যরূপে নস্যাৎ করা হয়েছে, এই মৃত্যুর মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বাধিক গুরুত্বের ফলটিকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছে বা লব্ধ উপকার সমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং পেলেগীয় (Pelagius) ত্রুটি নারকীয় বিষয়টিকে পুনরায় উত্থাপণ করা হয়েছে।

ত্রুটি ৪: যারা শিক্ষা দেয় যে, অনুগ্রহের নতুন চুক্তি, যা পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, মানুষ তৈরি করেছেন; সেই চুক্তি বলে না যে, বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে ধার্মিকগণিত হই বা ঈশ্বরের সম্মুখে আমরা আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। ঘটনাচক্রে, ঈশ্বর ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতার মাপকাঠি কিছুটা রদবদল ঘটিয়ে বিশ্বাস ও বিশ্বাসের বাধ্যতা দাবি করছেন যদিও সেটা ত্রুটিপূর্ণ। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতাকে যোগ্যতার মাপকাঠি ধরে নিয়ে অনুগ্রহের মাধ্যমে অনন্ত জীবন দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

প্রত্যাখান: শাস্ত্রের এই আপাত বৈপরীত্য, ''উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তিদ্বারা ধার্মিক গণিত হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান-কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতার পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল . . ." (রোমীয় ৩:২৪-২৫)। এই বাক্যের বিকৃতি ঘটিয়েছিল দুষ্ট সসীনা (Socinus), যার দ্বারা এক নতুন দত্ত ধার্মিকতার কথা সে উত্থাপন করেছে সমগ্র মণ্ডলীর সম্মুখে।

ত্রুটি ৫: যারা শিক্ষা দেয় যে, সকল মানুষই অনুগ্রহ ও সম্মেলনের পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে; তাই কেউ পাপের কারণে দণ্ডাজ্ঞা পাবে না, কিন্তু পাপের থেকে জন্ম নেওয়া অপরাধবোধ থেকেও মুক্ত থাকবে।

প্রত্যাখান: এই মতকে খণ্ডন করার জন্য ইফিষীয় ২:৩ আমাদের জানা দরকার যা বলে, প্রকৃতিগতভাবে আমরা সকলেই ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন।

ত্রুটি ৬: যারা শিক্ষা দেয় গুণাবলীর গুরুত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে তফাৎ আছে, পরিশেষে তারা অনভিজ্ঞ, কাঁচা মনের মধ্যে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রবেশ করানোর ভীষণ প্রয়াস করে যে, ঈশ্বর চান সকল মানুষই খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা উপকৃত হয়; কিন্তু কেউ পাপের ক্ষমা পায় ও অনন্ত জীবনলাভ করে, আর কেউ তা পায় না। এই তফাৎটা তৈরি হয় তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার কারণে, যা প্রদত্ত অনুগ্রহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এবং করুণার বিশেষ বরদানের উপর নির্ভরশীলও নয়, যা তাদের মধ্যে পরাক্রমশালীরূপে কাজ করে, এবং সেই অনুগ্রহ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়।

প্রত্যাখান: যদিও তারা দুটি বিষয়ের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে, তবুও পেলেগীয় (Pelagius) মতবাদের বিষ মানুষের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ত্রুটি ৭: যারা শিক্ষা দেয় যে, যাদেরকে ঈশ্বর সর্বোচ্চস্তরে প্রেম করেছেন, তাদের জন্য খ্রীষ্ট মরতে পারেননি, মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাদেরকে ঈশ্বর ইতিমধ্যে অনন্তজীবনের নিমিত্ত মনোনীত করে ফেলেছেন। তাই, খ্রীষ্টের মৃত্যু তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

প্রত্যাখান: কারণ তারা প্রেরিতদের শিক্ষার বিপরীত মুখে চলেছেন। *"তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন ও আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন''* (গালাতীয় ২:২০)। একই প্রকারে, *"ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদিগকে ধার্মিক করেন; কে দোষী করিবে? খ্রীষ্ট যীশু ত মরিলেন . . .''* (রোমীয় ৮:৩৩-৩৪)। তাদের জন্য পরিত্রাতার উত্তর, *"মেষ দিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি''* (যোহন ১০:১৫)। *"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি। কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই''* (যোহন ১৫:১২, ১৩)।

উপদেশাবলীর তৃতীয়ার্ধ ও চতুর্থাংশ মানুষের অবক্ষয়, ঈশ্বরের প্রতি তার মনপরিবর্তন ও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর স্বভাব

ধারা:-১ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই মানুষকে নির্মাণ করা হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও আত্মিক বিষয়ের দ্বারা তার মনকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল; মানুষের অন্তর ছিল সহজ সরল, ইচ্ছা শক্তির মধ্যে ন্যায়পরায়নতা প্রতিফলিত হতো; তার প্রেমের আকর্ষণ ছিল বিশুদ্ধ; গোটা মানব সত্ত্বার মধ্যেই পবিত্রতা বিরাজ করতো। কিন্তু দিয়াবলের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানুষ ঈশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করল ও নিজের স্বাধীন সত্ত্বার অপব্যবহার করল, ও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরদত্ত বরদানগুলো বাজেয়াপ্ত হল। ফলস্বরূপ, অন্ধত্ব নিজের উপর ডেকে নিয়ে এল, যা এক ভয়ংকর, কড়াল,

নিকোষ কালো অন্ধকার, অসারতা, বিকৃতি চিন্তা-ভাবনা, দুষ্ট স্বভাব-চরিত্র, প্রতিবাদী ভাবমূর্তি কঠিন, পাষানবৎ অন্তর ও ইচ্ছা, ও কলুষিত প্রেম-ভালোবাসা।

ধারা:-২ পাপে পতনের পরবর্তী পর্যায়ে নিজের সাদৃশ্যে মানুষ সন্তান উৎপন্ন করল। অবক্ষয়ের বীজ সন্তানদের মধ্যে উৎপন্ন করল অবক্ষয়ের চারাগাছ। সুতরাং, আদমের থেকে তার উত্তরসূরীদের মধ্যে সেই অবক্ষয়ের বীজ ছড়িয়ে পড়ল, ব্যতিক্রমী শুধু খ্রীষ্ট। আদি পিতার থেকে এই অবক্ষয় অনুকরণ দ্বারা নয়, কিন্তু বীজ দ্বারা ছড়িয়েছে। পেলেগীয় (Pelagius) ভেবেছিলেন অনুকরণ দ্বারা বিষয়টি ছড়িয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং বিষাক্ত প্রকৃতির নিষিক্তকরণ হয়েছে।

ধারা:-৩ সুতরাং, পাপেতেই সকল মানুষের জন্ম, ও প্রকৃতিগতভাবেই ক্রোধের সন্তান, উত্তম কার্যের অনুপযুক্ত ও মন্দের প্রতি আসক্ত, পাপে মৃত ও পাপের দাসত্বে বন্দী ও পবিত্র আত্মার দ্বারা অন্তরের গভীরে নতুন জন্ম না হলে তারা ঈশ্বরের নিকটে ফিরে আসতে পারে না ও পাপ প্রকৃতির পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সম্ভব নয়।

ধারা:-৪ পাপে পতনের সময় থেকে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐশ্বরিক জ্যোতির এক অনুজ্জ্বল প্রভা থেকে গেছে, যা আজও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের জ্ঞানটিকে গচ্ছিত রেখেছে ও উত্তমতা ও মন্দের মধ্যে যে মৌলিক তফাৎ তা বুঝতে সাহায্য করেছে, সেই জ্ঞানগর্ভ থেকেই মানুষ নৈতিক গুণাবলি নিজের মধ্যে বৃদ্ধি করতে চায়, সমাজে একটি স্বাভাবিক শৃঙ্খল তৈরি করার প্রয়াস করে ও বাহ্যিক উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত প্রকৃতির এই প্রকাশ থেকেই মানুষ ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দেখতে পেয়েছে যা তাকে ঈশ্বরমুখী করে তুলবে ও প্রকৃত মনপরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করবে, তবুও মানুষ সঠিকভাবে ও ক্ষেত্রে সেটাকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সেইজ্ঞানের আলোক বিভিন্নরূপে কলুষিত হচ্ছে ও অনৈতিক, অধার্মিক পদ্ধতীতে ব্যবহৃত হচ্ছে যার কোন অজুহাতই যথেষ্ট নয় ঈশ্বরের নিকটে।

ধারা:-৫ ঈশ্বর দত্ত দশাজ্ঞা যা তিনি তাঁর মনোনীত প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন তার আলোকে আমরা যেন বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। সেই ব্যবস্থা মোশির মাধ্যমে যিহুদীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পাপের গভীরতা এটা আবিষ্কার করতে পারে ও সে সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে দেয়, কিন্তু এর কোন সমাধান সূত্র এখান থেকে বেরিয়ে আসে না বা সেই দুঃখের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ কিসে হবে তা জানা যায় না, এবং মাংসে দুর্বল বলে আমরা পাপীকে অভিশাপের মধ্যেই ফেলে রেখে দিই। এভাবে মানুষ ব্যবহার দ্বারা বাঁচার অনুগ্রহ পায় না।

ধারা:-৬ সুতরাং, যা প্রকৃতির আলো ও ব্যবহার শিক্ষা করতে ব্যর্থ হল তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাক্য ও সম্মেলনের পরিচর্যার দ্বারা ঈশ্বর সাধন করলেন, যা মশীহ সম্পর্কে সুসংবাদ, যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছে, মানুষের অন্তরের গভীরে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়েছে পুরাতন ও নূতন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই।

ধারা:-৭ ঈশ্বরের ইচ্ছার যে নিগূঢ়তত্ত্ব তা পুরাতন নিয়মে অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত ছিল; কিন্তু নূতন নিয়মে (মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পর্দাকে সরিয়ে দেওয়া হল) বহু মানুষের মাঝে তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদাভেদ করার ব্যাপার ছিল না। এখানে কোন্ জাতি অন্য কোন্ জাতির থেকে শ্রেষ্ঠ সে কথা বলা যায় না বা একটা জাতির নিকটে ঐশ্বরিক জ্যোতি পৌঁছাচ্ছে, আর অন্যদের নিকটে তা যাচ্ছে না তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছা ও তাঁর অনর্জিত প্রেম। সুতরাং, স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে যাদের নিকটে সেই ঐশ্বরিক প্রেম প্রকাশিত হয়েছে, তারা যেন কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করে ও প্রেরিতদের মতো তাঁর আরাধনা করে এবং পাষাণের মতো হৃদয় নিয়ে অন্যদের মতো যেন বিচারের পাত্র না হয়। কারণ তাদের সেই অনুগ্রহ দেওয়া হয়নি।

ধারা:-৮ যত জনকে ঈশ্বর আহ্বান করেছেন সুসমাচারের দ্বারা তারা যেন অকৃত্রিম হয়। কারণ তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি। যারা আহুত যেন তারা তাঁর নিকটে আসে। তিনি অনন্তজীবনের আশ্বাস দিয়েছেন এবং বহু মানুষকে বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর নিকটে বিশ্বাসে আসবে।

ধারা:-৯ সমস্যাটা সুসমাচারকে নিয়ে নয়, বা খ্রীষ্টের বলি নিয়েও না বা ঈশ্বরেরও না, যিনি সুসমাচারের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করেন ও বিভিন্ন বরদানে ভূষিত করেন। কিন্তু সমস্যা তাদের মধ্যেই থাকে যারা ঈশ্বরের বাক্যের কথাশুনেও এগিয়ে আসে না ও মন পরিবর্তন করে না। সমস্যার বীজ তাদের মধ্যেই নিহিত থাকে। তাদের মধ্যে থেকে যারা আহ্বান পায় তাদের সমস্যা কি ছিল তা দেখা হয় না। কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্যের আমন্ত্রণকে তুচ্ছ করে; আবার কেউ কেউ আছেন যারা গ্রহণ করার পরেও হৃদয়ের গভীরে সেটাকে গচ্ছিত রাখতে পারে না; সুতরাং, তাদের বিশ্বাস সাময়িক আনন্দ দেয়; স্বল্প দিন পরেই তা হৃদয় থেকে উবে যায়; আবার অনেকে আছেন যারা জগতের মায়া, চিন্তা-ভাবনা ও মাংসিক অভিলাষের কারণে বাক্যের বীজকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। বীজ বপকের দৃষ্টান্তের মধ্যে সেটার উল্লেখ রয়েছে (মথি ১৩)।

ধারা ১০: কিন্তু যারা সুসমাচার দ্বারা আহূত, তারা আহ্বানকে মান্য করে চলে, কিন্তু সেটাকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ফসল বলে দাবী করলে ভুল হবে, কারণ যদি তা হত, সেক্ষেত্রে মানুষের মনে অহংবোধ তৈরি হতো এবং যে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ বিশ্বাস ও মন পরিবর্তনে সাহায্য করে তা অহংকারের নীচে চাপা পড়ে যায় সেটাকে পেলেগীয়বাদ জনপ্রিয় করে তুলেছে; কারণ যা ঈশ্বর করেন তার গৌরব যেন আমরা তাঁকেই দিই। অনন্তকালের নিমিত্ত তিনি তাঁর মনোনীতদের বেছে নিয়েছেন ও তিনি তাদের উপর বিশ্বাস ও অনুতাপ দিয়েছেন ও অন্ধকারের কবল থেকে মুক্ত করেন ও তাঁর পুত্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন যাতে তারা দেখাতে পারে তাঁর প্রশংসা, গৌরব, জ্যোতি, মানুষের নিজের প্রতি নয়, বরং প্রভুর গৌরব হোক প্রেরিতরা যেমন বিভিন্ন স্থানে সাক্ষ্য বহন করতেন।

ধারা ১১: এরপর যখন ঈশ্বর তাঁর আনন্দ তাঁর মনোনীতদের মধ্যে সাধন করেন, অথবা প্রকৃতভাবে মন পরিবর্তন হতে সাহায্য করেন, তখন বাহ্যিকভাবে তাদের নিকটে পৌঁছায়, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরাক্রমশালীভাবে তাদের হৃদয়গুলো আলোকিত হয়, যাতে তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে ও ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলোকে চিনে নিতে পারে; কিন্তু সেই একই ঈশ্বরের আত্মা মানুষের অন্তরের গভীরে থাকা বিশ্বাসের ঘাটতিকে ধরিয়ে বিশ্বাসকে জাগ্রত করে তোলে; তিনি রুদ্ধ থাকা অন্তর উন্মুক্ত করেন ও কঠিন হৃদয়কে নরম করেন, এবং যে অন্তরের ত্বকচ্ছেদ হয়নি, সেটাকে ত্বকছেদ করেন, মনের ইচ্ছাশক্তিকে নতুনরূপে বলশালী করে তোলেন, যা এতদিন প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল; যেটাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন; মন্দ থেকে দূরে রাখেন, অবাধ্যতা ও অবহেলার থেকে রক্ষা করেন, তিনি উত্তম, বাধ্যতা ও সঠিক বিষয়গুলোর প্রতি পরিচালনা করেন; সেটাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন ঠিক যেমন একটি বৃক্ষকে পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় যাতে সেটি প্রচুর ফলে ফলবান হতে পারে।

ধারা ১২: আত্মার দ্বারা অন্তরের সেই পুনর্জাগরণের বিষয়টিকে শাস্ত্রে উচ্চস্থানে আসন দেওয়া হয়েছে ও আনন্দের বিষয়রূপে গ্রাহ্য করা হয়েছে। সেটিকে নতুন সৃষ্টি বলা হয়মৃতগণের মধ্য থেকে পুনর্জাগরণ, জীবন্ত করে তোলা, যা ঈশ্বর আমাদের সাহায্য ছাড়াই আমাদের মধ্যে সাধন করেন। কিন্তু শুধু বাহ্যিক প্রচারকার্য, নৈতিক পরামর্শ দেওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেকাংশে মানুষের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সে যে পরিবর্তন হবে কি-না, নাকি মন অপরিবর্তনীয়ই রয়ে যাবে; কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এটা একটা অলৌকিক কাজ যা শক্তিশালী, আনন্দপূর্ণ, আশ্চর্যজনক, রহস্যে পূর্ণ, যা সৃষ্টির কার্য বা পুনরুত্থানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, যেমনভাবে আত্মা দ্বারা শাস্ত্র অনুপ্রাণিত তেমনি; সেই কারণেই যাদের অন্তরে ঈশ্বর কার্য করেন তাদের অন্তর নিশ্চিতরূপে পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে এবং তারা বিশ্বাস করতে শেখে। মানুষের ইচ্ছা শক্তি যে শুধু নতুন হয়ে ওঠে তাই নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে যায় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং, অনুগ্রহের দ্বারা মানুষ যেন মন পরিবর্তন করে বিশ্বাস করে।

ধারা ১৩: এই কার্য কিভাবে সাধিত হয় তা পার্থিব জীবনে বিশ্বাসীরা সামগ্রিকভাবে কখনোই বুঝে উঠতে পারবে না। তবুও, ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি ও প্রভুকে অন্তর দিয়ে প্রেম করতে ও বিশ্বাস করতে শক্তি যোগায়।

ধারা ১৪: সুতরাং, বিশ্বাস হল ঈশ্বরের বরদান, এই কারণে নয় যে, সেটা ঈশ্বর মানুষকে প্রদান করেছেন, কিন্তু মানুষ সেটাকে গ্রহণ বা বর্জন দুটোই করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে; অথবা যেহেতু ঈশ্বর তাঁর শক্তিকে মানুষের মধ্যে প্রদান করেন ও বিশ্বাসের সামর্থ প্রদান করেন যাতে মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই পরিত্রাণের আমন্ত্রণকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে ও খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু যেহেতু মানুষের ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে তিনি কার্য করেন, ইচ্ছা শক্তিকে তিনিই যুগিয়ে দেন যাতে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে ও সেইরূপ কার্য সাধন করতে পারে।

ধারা ১৫: সবাইকে অনুগ্রহ দিতে ঈশ্বর বাধ্য নন; কারণ মানুষের প্রতি ঈশ্বর কিভাবে ঋণী থাকবেন, যাদের দেওয়ার মতো কিছু থাকে না গ্রহন করার পরিবর্তে? যাদের পাপ ও মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নেই? কিন্তু যে ঈশ্বরের অনন্তকালীন অনুগ্রহের মধ্যে থাকবে যে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, এবং চিরকাল ধন্যবাদ জানাবে। যদি এর গুণাবলী কারোর মধ্যে না থাকে, তবে বরদানের গুরুত্ব যে উপলব্ধি করতে পারবে না বা নিজের পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট ও হতে পারবে না এবং যা নেই তা নিয়ে যে অহংবোধ প্রকাশ করবে। যারা বাহ্যিকভাবে কেবল জীবনযাপন করে প্রেরিতদের মতো তাদেরকে শাসন ও শোধন করার কথা আমাদের বলতেই হবে প্রেমেতে। কারণ অন্তরে প্রেমের ভাঁটা কখন আসে আমরা বুঝতেও পারি না। এবং অন্যদের কাছে যারা আহুত নয়, তাদের জন্য আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে কিন্তু অহংবোধ তাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

ধারা ১৬: মানুষ পাপে পতিত হল ঠিকই, কিন্তু তাকে দত্ত বুদ্ধি ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়নি বা গোটা মানবজাতির উপরে পরিব্যপ্ত পাপরাশি মনুষ্য প্রকৃতিকেও নির্মূল করতে পারেনি; কিন্তু সেই পাপ মানবজীবনে অবক্ষয়কে বহন করে নিয়ে এল যার পরিণতি হিসেবে মানব জীবনে ঘটল আত্মিক মৃত্যু; নতুন জন্মের অনুগ্রহ প্রদত্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার পূর্বে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধিহীন জড়ভরত প্রকৃতির ছিল, তার ইচ্ছাশক্তি ও প্রকৃতি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, হিংসার মনোভাবই শুধু তার মধ্যে ছিল এমনটাও বলা যাবে না; কিন্তু আত্মিকভাবে জেগে ওঠে, নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে, আরোগ্য সাধিত হয়, মানুষ সংশোধিত হয় এবং একই সময়ে সুমিষ্টরূপে ও পরাক্রমশালীভাবে মানুষের মনকে বিগলিত করে; যেখানে মাংসিক বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানেই প্রকৃত আত্মিক বাধ্যতা জন্ম নেয় ও ক্রমশ সমগ্র মানব জীবনে তার প্রভাব বিস্তার করে, সেইস্থানে প্রকৃত আত্মিক পুনপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা থাকবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বশক্তিমান আমাদের মধ্যে সকল উত্তম কার্যগুলিকে সাধন না করেন, মানুষ নিজের সামর্থে তা সাধন করতে যেমন পারে না, তেমনি নিজেকে উদ্ধার করার প্রত্যাশা করতেও পারে না যেটার অপব্যবহারে মানুষের নিরপরাধ, মন কলুষিতকরণের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হল!

ধারা ১৭: সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরাক্রমী কার্যদ্বারা মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করেন ও সাহায্য করেন যাতে বিভিন্ন উপায়গুলি যেন জীবন থেকে বাদ না পড়ে, কিন্তু সেগুলোর মাধ্যমে যেন ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণাকে প্রদর্শন করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক আশ্চর্য কার্যের দ্বারা সংঘটিত নতুন জন্মের অভিজ্ঞতাও সুসমাচারের ব্যবহারকে কোনোভাবে খাটো করে না; বরং সেই সুসমাচারের বীজ বপন করে মানুষের অন্তর নবজন্মের জন্য প্রস্তুত করে, আত্মার ও প্রাণের নিমিত্ত খাদ্য যোগায়। সুতরাং, যেহেতু প্রেরিত ও শিক্ষকগণ যারা তাদের উত্তরসূরী তারা মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা দেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে, তাঁর গৌরবের জন্য এবং অহংবোধকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যখন ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে অনুশীলন করি, বাপ্তিস্ম, প্রভুর ভোজে অংশ নিচ্ছি ও শৃঙ্খলাপরায়নতার ক্ষেত্রে ভাগ নিচ্ছি; হতে পারে অধ্যাপকের নিকটে কিংবা দূরে, সবসময়

আমাদেরকে সেটি স্মরণে রাখতে হবে। সাবধানবাণীর মাধ্যমে অনুগ্রহ বর্ষিত হয়; যখন তাঁর আশীর্বাদ আমাদের জীবনে আরো গভীরভাবে কার্য করবে, তখন তাঁর কার্য আরো বৃদ্ধি পাবে; সকল গৌরব মহিমা ও সমাদর কেবল তাঁরই; তাঁরই কাছে উপায় ও ফল উভয়ই রয়েছে চিরকাল। আমেন।

সঠিক শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার পর সিনোড ত্রুটি যুক্ত মতবাদগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেঃঃ

ত্রুটি ১: যারা শিক্ষা দেয় যে, এটা সঠিকভাবে বলা যায় না যে মূল পাপের দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে অভিযুক্ত করা যায় অথবা সাময়িক ও অনন্তকালীন সাজা পেতে হবে।

প্রত্যাখ্যান: কারণ এগুলো প্রেরিতদের শিক্ষার বিপক্ষে। সেই শিক্ষা বলেঃঃঅতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল . . . (রোমীয় ৫:১২) এবং *"কেননা বিচার এক ব্যক্তি হইতে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত, কিন্তু অনুগ্রহদান অনেক অপরাধ হইতে ধার্মিক গণনা পর্যন্ত (রোমীয় ৫:১৬) এবং "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু''* (রোমীয় ৬:২৩)।

ত্রুটি ২: যারা শিক্ষা দেয় যে মানুষের যে সকল উত্তমগুণাবলী যেমন উত্তমতা, পবিত্রতা, ধার্মিক মনোভাব প্রভৃতি মানুষের ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত ছিল যখন তাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং সেগুলোকে পতনের থেকে পৃথক করা যায় না।

প্রত্যাখ্যান: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বর্ণনার বিপক্ষে যা প্রেরিত ইফিষীয় ৪ঃঃ২৪ পদে বলছেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করছেন যে, এটার মধ্যে ধার্মিকতার মনোভাব রয়েছে ও রয়েছে পবিত্রতা যা নিশ্চিতভাবে ইচ্ছাশক্তির স্তরকে সমৃদ্ধ করে।

ত্রুটি ৩: যারা শিক্ষা দেয় যে, আত্মিক মৃত্যুতে আত্মিক বরদানগুলি মানুষের ইচ্ছার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না, কারণ ইচ্ছাশক্তি কখনোই ক্ষয় পায়নি, কিন্তু অন্ধকারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বোঝার ক্ষমতা লোপ পায় ও আন্তরিকতায় ভাঁটা পড়ে। যদি সেই বাধাগুলির অপসারণে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় তার শক্তি ফিরে পাবে ও ভালো মন্দের তফাৎ করতে পারে, কিন্তু সেই শক্তির ঘাটতি তৈরি হলে সেই ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়।

প্রত্যাখ্যান : এটি একটি এমন ত্রুটি যেটাকে অদ্ভুত উপায়ে তৈরি করা হয়েছে যা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দেয় এবং যা ভাববাদীর বাক্যের পরিপন্থিঃঃ *"অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে?''* (যিরমিয় ১৭:৯); এবং প্রেরিতের মতে: *"(অবাধ্যতার সন্তানগণ) সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম''* (ইফিষীয় ২:৩)।

ত্রুটি ৪: যারা শিক্ষা দেয় যে অপরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষ পাপেতে সম্পূর্ণরূপে মৃত হয় না বা এতটা আত্মিকভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে না যে তারা উত্তম কাজ করতেই জানে না। বরং, তখনও আত্মিক ক্ষুধা ও ধার্মিকতার জন্য তৃষ্ণা বা জীবনের জন্য তীব্র আকাঙ্খা থাকে এবং ভগ্ন-চূর্ণ হৃদয়ের ও বিনম্র অন্তরের নৈবেদ্য অর্পণ করতে পারে।

প্রত্যাখ্যান: এই বিষয়টি শাস্ত্রের প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে। *"আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে,''* (ইফিষীয় ২:১; ৫); *"এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ''* (আদি ৬:৫; ৮:২১)।

শুধু তাই নয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার থেকে উদ্ধার বা দুঃখ-দুর্দশার কবল মুক্ত হওয়ার তীব্র বাসনা। জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভগ্নচূর্ণ অন্তঃকরণকে উৎসর্গ করার মানসিকতা তৈরি হয় পরিত্রাণপ্রাপ্ত অন্তঃকরণে ও যারা ধন্য (গীতসংহিতা ৫১:১০; ১৯; মথি ৫:৬)।

ত্রুটি ৫: যারা শিক্ষা দেয় যে, ক্ষয়শীল ও সাধারণ মানুষ অনুগ্রহকে এত ভালোভাবে ব্যবহার করে নেয় (যার দ্বারা তারা প্রকৃতির আলোকে উপলব্ধি করতে পারে), অথবা পতনের পর তার বরদান তাদেরকে ত্যাগ করে যাতে ক্রমশ তার ব্যবহার করে পরিত্রাণ ও তার অনুগ্রহকে ব্যক্তিগত জীবনে বৃদ্ধি করার প্রয়াস করে। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে বা খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেছেন যাতে সকলে তাঁর পরিচয় পায় এবং মানব জীবনের সকল প্রয়োজন তাতে মেটে ও মন পরিবর্তনের সকল রসদই সেখানে পাওয়া যায়।

প্রত্যাখ্যান: সকল যুগের অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রের সাক্ষ্য উভয়ই এই প্রকার মতবাদের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে ও অসত্য বলে জানায়। *"তিনি জানান যাকোবকে আপন বাক্য, ইসরায়েলকে আপন বিধি ও শাসনকলাপ। তিনি আর কোনো জাতির পক্ষে এরূপ করেন নাই, তাঁহার শাসনকলাপ তাহারা জানে নাই।''* (গীত ১৪৭:১৯-২০)। *"তিনি অতীত পুরুষ পরম্পরায় সমস্ত জাতিকে আপন আপন পথে গমন করিতে দিয়াছেন।''* (প্রেরিত ১৪:১৬)। *"কেননা এশিয়াদেশে বাক্য প্রচার করিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন; আর মুশিয়া দেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা বিথুনিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাহাদিগকে যাইতে দিলেন না।''* (প্রেরিত ১৬:৬-৭)।

ত্রুটি ৬: যারা শিক্ষা দেয় যে, মানুষের মন পরিবর্তনে নতুন কোন গুণবিশেষ ক্ষমতা, অথবা বরদান ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করানো হয় না। সুতরাং, যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রথম ঈশ্বরের পরিত্রাণকে উপলব্ধি করি ও বিশ্বাসে দীক্ষিত হই সেটা কোনো ঈশ্বর কতৃক গুণবিশেষ বা বরদান নয় যা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় কেবলমাত্র ক্ষমতা যা বিশ্বাসকে ত্বরান্বিত করে।

প্রত্যাখ্যান : এর দ্বারা এরা শাস্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়ায়, যা ঘোষণা করে যে, *"ঈশ্বর বিশ্বাসের নতুন গুণ প্রবেশ করিয়ে দেন, বাধ্যতা ও প্রেমেতে সংবেদকে জাগ্রত করে তোলেনঃ"আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব . . .''* (যিরমিয় ৩১:৩৩)। *"কেননা আমি তৃষিত ভূমির উপরে জলপ্রবাহ ঢালিয়া দিব; আমি তোমার বংশের উপরে আত্মা, তোমার সন্তানদের উপরে আপন আশীর্বাদ, ঢালিব।''* (যিশাইয় ৪৪:৩) *" যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।''* (রোমীয় ৫:৫) এ সকল বিষয়গুলি মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও অনুশীলনেরও বিরোধী যারা মৌখিকভাবে ভাববাণী করেঃ*"আমাকে ফিরাও, তাহাতে আমি ফিরিব''* (যিরমিয় ৩১:১৮)।

ত্রুটি ৭: যারা শিক্ষা দেয় যা দ্বারা আমাদের মন পরিবর্তন হয় সেটা শুধু সাধারণ উপদেশ মাত্র অথবা (যেমন অন্যেরা ব্যাখ্যা করে) সেটা হল সর্বপ্রেক্ষা উত্তম উপায় মানুষের মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যা উপদেশের মাধ্যমেই সম্ভবনা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায় ও এক অনবদ্য ঐক্যতান সৃষ্টি করে। সুতরাং, ঐ উপদেশের সঙ্গে যদি অনুগ্রহ এক হয়ে গেলে মানুষের মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর কোন বাধা বা অযুক্তির অবকাশ নেই বললেই চলে। উপদেশ ব্যতিরেকে তো মানুষ তার ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। ঈশ্বরও মানুষের সম্মতি নিয়ে তা করবেন। সেই শক্তি দিয়াবলের ক্ষমতাকেও ছাপিয়ে যায়। এর মধ্যে ঈশ্বর অনন্তকালীন প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু দিয়াবল সাময়িক প্রতিজ্ঞার টোপ দেয় মাত্র।

প্রত্যাখ্যান: কিন্তু এটা আগাগোড়া সবটাই পেলেগীয় (Pelagius) মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র বিরোধী। পক্ষান্তরে, শাস্ত্রে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কীভাবে পবিত্র আত্মা মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানব

জীবনে তাঁর ভূমিকা পালন করেনঃ *"আর আমি তোমাদিগকে নতুন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নতুন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব''* (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬)।

ত্রুটি ৮: যারা শিক্ষা দেয় যে, মানুষের অন্তরের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর সর্বশক্তিকে মানুষের মনকে বিগলিত করার জন্য ব্যবহার করেন না; কিন্তু তা ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ দ্বারা তা সম্ভব হয়, যদিও মানুষ ঈশ্বরকে ও পবিত্র আত্মার কার্যকে প্রতিরোধ করতে পারে যখন তিনি মানুষের অন্তরে কার্য সম্পাদন করতে ইচ্ছুক; যখন মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যহত করার চেষ্টা করে তখন মানুষের মন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং, মানুষের মন পরিবর্তন হবে কি-না সেটা মানুষের উপরই অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রত্যাখ্যান: আমাদের মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে সেটাকেই যেন এটা অস্বীকার করছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাটাকে মানুষের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রেঃ *"ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য সাধনের অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন''* (ইফিষীয় ১:১৯)। *"এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের আহ্বানের যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন, আর মঙ্গলভাবের সমস্ত বাসনা ও বিশ্বাসের কর্ম স্বপরাক্রমে সম্পূর্ণ করিয়া দেন''* (২ থিষলনীকীয় ১:১১)। *"তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে''* (২ পিতর ১:৩)।

ত্রুটি ৯: যারা শিক্ষা দেয় যে, অনুগ্রহ ও স্বাধীন সত্তা হল আংশিক কারণ, যা মানুষের মন পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে কার্য করে। সেই কার্যের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ প্রকাশের পূর্বে ঘটে না। এখানে ঈশ্বর মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ত্বরান্বিত করেন না।

প্রত্যাখ্যানঃপ্রাচীন মণ্ডলীতে বহু পূর্বেই পেলেগীয় (Pelagius) মতবাদ তীব্র সমালোচনা ও কঠোর নিন্দার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রেরিতের বাক্য অনুসারে, *"অতএব, যে ইচ্ছা করে, বা দৌড়ে, তাহা হইতে হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইতে হয়''* (রোমীয় ৯:১৬)। *"কেননা কে তোমাকে বিশিষ্ট করে? আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই বা তোমার কি আছে?''* (১ করিন্থীয় ৪:৭); *"কারণ ঈশ্বরই আপন হিত সংকল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরের ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী''* (ফিলিপীয় ২:১৩)।

উপদেশাবলীর পঞ্চমার্ধ
সাধুগণের ঐকান্তিক প্রয়াস

ধারা ১: তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে যাদেরকে ঈশ্বর আহ্বান করেন তাঁর পুত্রের সহভাগিতায়, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা মনের নূতনীকরণ হয় ও তিনি জীবনে পাপের কতৃত্ব ও দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবেন; যদিও ইহ জগতে থাকাকালীন পাপের দেহ ও অন্ধকার জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

ধারা ২: অতএব, দৈনন্দিনভাবে পাপ নির্গত হয়; আর সেই কারণেই সাধুগণের কার্যের উদাহরণকে আদর্শ মেনে তার অনুসরণ করতে হয় যাতে ঈশ্বরের সম্মুখে তুচ্ছ হলেও খ্রীষ্টের নিকটে ছুটে যাবে, যিনি ক্রুশারোপিত হয়েছেন; যাতে মাংসিক অভিলাষকে প্রার্থনার আত্মা ও ভক্তির পবিত্রতায় পরাস্ত করতে পারে; এবং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় ও মৃত্যু পর্যন্ত এই রক্ত মাংস দেহে বসবাসকালে যেন আমরা সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারি ও স্বর্গে ঈশ্বরের মেষশাবকের সঙ্গে একত্রে শাসন করতে পারি।

ধারা ৩: মানবদেহের এই সকল পাপ প্রকৃতির জন্য জগতের প্রলোভন মানুষকে হাতছানি দেয় এবং মানুষ যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নিজের সামর্থে সেই প্রলোভনের সম্মুখীন হয়, তবে যেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, যিনি অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন, করুণাসিন্ধু হয়ে সুনিশ্চিত করেন ও সংরক্ষণ করেন শেষ পর্যন্ত।

ধারা ৪: যদিও মানুষের দুর্বলতা ঈশ্বরের শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যিনি তাঁর অনুগ্রহে প্রকৃত বিশ্বাসীদের সংরক্ষণ করেন, তবুও পবিত্র আত্মার আবেগে নতুন বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে তখনও আসে না। তাই, নতুন বিশ্বাসীবর্গ যেন প্রার্থনার মধ্যে দিনযাপন করে যাতে পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় দুর্বল হয়ে না পড়ে ও অনুগ্রহের বেড়াজাল অতিক্রম করে মাংসিক অভিলাষ, কামনা-বাসনায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে। যদি প্রার্থনা বা বাক্য পাঠকে আমরা অবহেলা করি, তবে সেগুলো যে শুধু আমাদেরকে দিয়াবলের চক্রান্তের মধ্যে গিয়ে ফেলবে তা নয়, বরং ঈশ্বরের অনুমোদনেই মন্দের কবলে গিয়ে পড়বে যা দাউদের, পিতর ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে হয়েছিল যার বর্ণনা পবিত্র শাস্ত্রাংশে হয়েছে।

ধারা ৫:বিশাল পাপের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে তোলে, গভীর মৃতবৎ অপরাধবোধ তৈরি করে, পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করা হয়, বিশ্বাসের অনুশীলনকে বিস্মিত করে, বিবেকে গভীর ক্ষত তৈরি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের নৈকট্য ও বিশেষ আনুকূল্যের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও অনুতাপ করে ফিরে আসে ও পিতা ঈশ্বরের দ্বারা তাদের মুখ উজ্জ্বল হচ্ছে।

ধারা ৬: কিন্তু ঈশ্বর, যিনি দয়াতে মহান ও তাঁর মনোনীতকরণের উদ্দেশ্য অনুসারে পবিত্র আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নেন না তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে এমনকী তাদের মানসিক অবসাদের মুহূর্তেও তিনি তা করেন না; এবং দত্তক নেওয়ার অনুগ্রহ থেকে যেমন তিনি বঞ্চিত করেন না, তেমনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার থেকে বঞ্চিত হতে দেন না বা পাপের মাধ্যমে মৃত্যুতে তিনি সমর্পণ করেন না; অথবা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে চিরকালীন ধ্বংসের পথে পাঠান না।

ধারা ৭: প্রাথমিক স্তরে তিনি ধার্মিকতার অক্ষয়বীর্যটা মানুষের মধ্য থেকে নষ্ট হতে দেন না, অথবা সেটাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হতে দেন না; এবং তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা নিশ্চিতভাবে কার্যকারীরূপে অনুতাপের পথে পরিচালিত হয়, তখন তাদের মধ্যে পাপের নিমিত্ত প্রকৃত অনুশোচনা মনের গভীরে আন্দোলিত হয় এবং মধ্যস্থতাকারীর রক্তে ধৌত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়; পুনরায় ঈশ্বরের নৈকট্য ও আনুকূল্য লাভ করে ও পুনর্মিলিত হয়, বিশ্বাসে ও তাঁর দয়ায় সে কাজ সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করে ভয় ও কম্পনের দ্বারা।

ধারা ৮: সেই কারণেই তাদের সামর্থ ও ক্ষমতার বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মুক্ত করুণা ও বিবিধ দয়ার গুণে তারা বিশ্বাস ও অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যায় না নষ্ট না হয়ে পশ্চাদ অপসারণ করে না; সেটাই ঘটতে পারত নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঈশ্বরের কারণে সেটা অসম্ভব যেহেতু তাঁর পরিকল্পনা থাকে অপরিবর্তিত, তাঁর প্রতিজ্ঞা থাকে অবিচল, তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে তা থাকে অব্যাহত, খ্রীষ্টের সংরক্ষণ, মধ্যস্থতাকারী ও গুণাবলী থাকে অম্লান ও ত্রুটি হীন, এমনকী পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কনও থাকে অক্ষত যেটাকে মুছে ফেলা বা বাতিল করা যায় না।

ধারা ৯: মনোনীতবর্গদের পরিত্রাণ ও তাদের বিশ্বাসের ধৈর্য সম্পর্কে তারা তাদের বিশ্বাসের পরিমাপ অনুসারে নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে, যার দ্বারা তারা সুনিশ্চিত করতে পারে যে কিভাবে তারা মণ্ডলীর ক্ষেত্রে কার্যকরী ও আশীর্বাদের মাধ্যম হতেও পারে ও পাপের ক্ষমার অনুভূতি পেতে পারে ও অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে।

ধারা ১০: এই প্রকার নিশ্চয়তা কোন স্বতন্ত্রভাবে আসবে না বা ঈশ্বরের বাক্যের বাইরের কোন উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিজ্ঞারঙ্গমধ্য থেকেই তা প্রবাহিত হবে যা, তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে অফুরন্তভাবে প্রদান করেছেন; শান্ত্বনা দিয়েছেন, পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য থেকে দেওয়া হয়েছে যা আমাদের আত্মার কাছে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা হলাম সন্তান ও দায়াধিকার (রোমীয় ৮:১৬); পরিশেষে, একটি সচেতন ও পবিত্র ইচ্ছা উত্তম সংবেদকে বজায় রাখতে বিশেষ প্রয়োজন, উত্তম কার্য করতেও সেই সংবেদ ও পবিত্র ইচ্ছা অপরিহার্য এবং যদি ঈশ্বরের মনোনীতরা সেই ঐশ্বরিক শান্তি, শান্তনা কে জয়লাভ করতে সাহায্য করে) অটল ও ত্রুটি মুক্ত প্রতিশ্রুতি অথবা অনন্তকালীন গৌরব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তা হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

ধারা ১১: শাস্ত্র যে বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে যে, বিশ্বাসীরা এই পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রকার মানসিক সন্দেহের সম্মুখীন হবে এবং বিভিন্ন দুঃখজনক পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত তারা হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর, যিনি সকলের পিতা ও সর্বপ্রকার শান্ত্বনার উৎস, তিনি সহ্যের অতিরিক্ত কিছুই ঘটতে দেন না, কিন্তু সেই প্রলোভন থেকে বেরিয়ে আসার পথও বলে দেন যাতে তা সহ্যের অতীত না হয় (১ করিন্থীয় ১০:১৩), এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনরায় তাদের নিশ্চয়তাকে সুরক্ষিত করেন।

ধারা ১২: এই প্রকার সুরক্ষাবলয় বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কখনো বিশ্বাসীদের মনে অহংবোধ তৈরি করে না, বা মাংসিক অভিলাষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে না বা জাগতিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল করে তোলে না। বরং, পক্ষান্তরে, সেই নিশ্চয়তা (অন্তরে) বিনম্রতার উৎস হিসেবে কাজ করে, ভ্রাতৃপ্রেম জাগ্রত করে, ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে, বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ধৈর্য্য রাখতে সাহায্য করে, গভীর প্রার্থনায় নিবিষ্ট রাখে দুঃখের মধ্যেও সত্যে অবিচল থাকে ও ঈশ্বরেতে আনন্দ করে; সেই কারণে সতত সৎ ও উত্তম কার্য করতে তারা বিশেষভাবে উৎসারিত মনে করেন। কৃতজ্ঞতায় চলেন যেমন শাস্ত্রে বর্ণিত উদাহরণগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ১৩: যারা পশ্চাদ অপসারণ করে তাদের মধ্যে এই প্রকার নিশ্চয়তার প্রত্যয় অবশ্য করে লাম্পট্যের বৈশিষ্ট্য তৈরি করবে না বা ভক্তি ও নিষ্ঠার বিপরীত চরিত্রও নির্মাণ করবে না, বরং প্রভুর সাথে চলতে তারা আরও যত্নবান হবে, যা করার জন্য তিনি মনোনীত ও অভিষিক্ত করেছেন সেই কাজের প্রতি তারা আরও বেশি সমর্পিত হয়ে উঠবেন। পিতার অনুগ্রহ, দয়া ও অনুকম্পাকে অপব্যবহার করলে, ঈশ্বর তাঁর পরম কারুণিক মুখ সরিয়ে নেবেন তাদের থেকে, সেই ঐশ্বরিক আনুকূল্য জীবনের চেয়ে অধিক মধুর (পক্ষান্তরে) যদি তা সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে তা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর ও তিক্ত, ফলস্বরূপ, মনের গভীরে ও বিবেকের তাড়নায় তারা ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

ধারা ১৪: ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার, নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কাজ যদি শুরু করা হয়, তবে তিনি আমাদের ধরে রাখবেন, সংরক্ষণ করবেন, তাঁর বাক্যের পাঠ ও অধ্যয়নের দ্বারা গেঁথে তুলবেন, বাক্যের ধ্যান আমাদেরকে আত্মিকভাবে গড়ে তোলে। পাশাপাশি, উৎসাহ প্রদান, প্রতিজ্ঞাকেও ধরে রাখা ও পবিত্র আচার মেনে চলার মাধ্যমে ঈশ্বর সংরক্ষণ করেন।

ধারা ১৫: মাংসিকরূপে পরিচালিত মন সাধুগণের সংরক্ষণের বিষয় বুঝতে এবং নিশ্চয়তা কি তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যা তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন; তাঁর নামের গৌরবের জন্য ও ধার্মিক আত্মাগুলির শান্ত্বনার জন্যও যা তিনি বিশ্বস্ত লোকেদের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। শয়তান সেটাকে ঘৃণা করে; জগত সেটাকে নিয়ে তামাশা করে; অজ্ঞ ও ভণ্ড লোকেরা সেগুলোকে নিয়ে অপব্যবহার করে ও যারা ভ্রান্ত শিক্ষক তারা সেটার

বিরোধীতার আসরে নেমে পড়ে; কিন্তু খ্রীষ্টের বধূ সর্ব সময় কোমলভাবে সেটাকে প্রেমেতে গ্রহন করেছে ও অবিরত তার পক্ষে সওয়াল করেছে অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে; এবং ঈশ্বর, যাঁর বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা বা শক্তি দাঁড়াতে পারে না, তিনি এই অভিমত প্রকাশ করবেন যেন সেটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। এখন একমাত্র ঈশ্বর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে গৌরব ও সম্মান হোক সর্বদা। আমেন।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বাক্যগুলি স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার পর সিনোড ত্রুটিগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করছেঃ

ত্রুটি ১: যারা শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের সংরক্ষণ মোটেই মনোনীত করণের ফল নয় অথবা সেটা খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে লব্ধ ঈশ্বরের উপহারও নয়, কিন্তু নতুন নিয়মের একটি শর্ত যা প্রত্যেক মানুষকে (যেমন তারা ঘোষণা করে) মনোনীত করণের পূর্বে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ও ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার পূর্বে নিজের স্বাধীন সত্ত্বাকে ব্যবহার করে পরিপূর্ণ করতে হয়।

প্রত্যাখ্যান: পবিত্র শাস্ত্র সাক্ষ্য বহন করে যে, মনোনীতকরণ থেকেই এটা আসে, এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মধ্যস্থতার গুণাবলীর মাধ্যমে মনোনীতদেরকে দেওয়া হয়েছে*"কিন্তু নির্বাচিতেরা তাহা পাইয়াছে অন্য সকলে কঠিনীভূত হইয়াছে . . .''* (রোমীয় ১১:৭)। একই প্রকারেও*"যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্বক দান করিবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে, কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর তো তাহাদিগকে ধার্মিক করেন, কে দোষী করিবে? খ্রীষ্ট যীশু তো মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন, খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে?''* (রোমীয় ৮:৩২-৩৫)।

ত্রুটি ২: যারা শিক্ষা দেয় যে, ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বর যথেষ্ট সামর্থ দেন না এবং তাঁর মধ্যে অবস্থিত লোকেদের সংরক্ষণ করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত যদি তারা তাদের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করে। যদিও বিশ্বাসের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এবং ঈশ্বরও সেই বিশ্বাসকে ধরে রাখার জন্য তিনি সেগুলোকে ব্যবহার করেন, তবুও মানুষের ইচ্ছার উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রত্যাখ্যান : এই প্রকার ধারণার কথা পেলেগীয়রাই (Pelagius) স্পষ্ট করে বলে থাকে এবং যখন এই ধারণা মানুষকে স্বাধীন করে, পক্ষান্তরে এটা ঈশ্বরের সম্মান হরণ করে যা সুসমাচার প্রচারকারী শিক্ষার (Evangelical) বিপরীতধর্মী যা মানুষের অহংবোধকে মানুষের কাছ থেকে ঝেড়ে নেয়, ও সকল গৌরব, কৃতিত্ববোধ ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহতেই বর্তায়; প্রেরিত শিক্ষার বিপরীত, যা বলেও*"আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখিবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে অনিন্দনীয় রাখিবেন''* (১ করিন্থীয় ১:৮)।

ত্রুটি ৩: যারা শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত বিশ্বাসীরাও ধার্মিকতার বিশ্বাস থেকে পড়ে যেতে পারে এমনকী অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু পড়ে চিরকালীনভাবে হারিয়ে যেতে পারে।

প্রত্যাখ্যান: এই ধারণার কারণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া, পরিত্রাণ ও খ্রীষ্টের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির গুরুত্ব কিছুটা হলেও ম্লান করে, যা প্রেরিত পৌলের বাক্যের বিপরীতও*"কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। সুতরাং, সম্প্রতি গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব।''* (রোমীয় ৫:৮, ৯)। সাধু যোহনের বিপক্ষে; *"যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে*

না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত।'' (১ যোহন ৩:৯)। প্রভু যীশুর বাক্যের ও বিপরীত ধর্মীয়"*আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না''* (১০:২৮-২৯)।

ত্রুটি ৪: যারা শিক্ষা দেয় যে, নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা পাপ করলে তা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে হয় ও তার পরিণতি মৃত্যু।

প্রত্যাখ্যানপ্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় লেখার পর যোহন ১৬, ১৭ পদে লিখছেন, *"আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।''* (১ যোহন ৫:১৮)।

ত্রুটি ৫: যারা শিক্ষা দেয় যে, বিশেষ প্রকাশিত বাক্য ছাড়া আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে স্থির থাকতে পারি না।

প্রত্যাখ্যান: এর দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনের প্রকৃত আনন্দ ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর পোপীয় চিন্তাভাবনাগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় আবার অন্যদিকে পবিত্র শাস্ত্র নিরন্তর নিশ্চয়তা যোগাচ্ছে কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রকাশিত সত্য থেকে নয়, বরং ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার সুবাদে ও তাঁর প্রতিজ্ঞার কারণে। বিশেষত, প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে"*কি উর্দ্ধস্থান, কি গভীরস্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।''* (রোমীয় ৮:৩৯) এরপর যোহন বলছেন, *"আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন''* (১ যোহন ৩:২৪)।

ত্রুটি ৬: যারা শিক্ষা দেয় যে, ধৈর্য ও পরিত্রাণের নিশ্চয়তার শিক্ষা আলস্যতার কারণ ও সেটা বিশ্বাসী জীবন, নৈতিক জীবন, প্রার্থনা ও পবিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ। উপরন্তু, সন্দেহ থাকলেই প্রশংসা করার মতো।

প্রত্যাখ্যান: ঐশ্বরিক অনুগ্রহের সামর্থ এরা জানে না ও পবিত্র আত্মা যে, অন্তরে থাকেন তা বোঝে না। এবং যোহনের বাক্যের বিরুদ্ধে বলছে, ''প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব, আর তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, যে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ" (১ যোহন ৩:২, ৩)। পুরাতন ও নূতন নিয়মে সাধুগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরোধীতা করা হয়েছে। যদিও তাদের ধৈর্য ও পরিত্রাণ সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল, তবুও তারা প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিল ও ঈশ্বরেতে জীবন যাপন করত।

ত্রুটি ৭: যারা শিক্ষা দেয় যে, সাময়িকভাবে কিছু সময়ের জন্য যারা বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সময়ের বিভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রত্যাখ্যান: মথি ১৩:২০, লূক ৮:১৩ খ্রীষ্ট স্বয়ং স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায় যারা সাময়িক বিশ্বাস করে ও প্রকৃত বিশ্বাসীদের মধ্যে, যখন তিনি বলেছেন যে, আগের জন বীজ পেলেও তা পাষাণের মতো কঠিন জমিতে পড়েছিল, কিন্তু পরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা উত্তম ভূমিতে পড়েছিল অর্থাৎ অন্তরে; আগের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন মূল ছিল না, কিন্তু পরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃঢ় মূল ছিল; আগের ব্যক্তির জীবনে ফল ছিল না, কিন্তু পরের ব্যক্তির জীবনে বিভিন্নভাবে ফল ছিল ও এক প্রকার ধারাবাহিকতা ছিল।

ত্রুটি ৮: যারা শিক্ষা দেয় যে, প্রথম পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা হারিয়ে বারংবার নতুন জন্ম কোন অসম্ভব নয়।

প্রত্যাখ্যান: এটা ঈশ্বরের অক্ষয় বীর্যের বিষয়টি অস্বীকার করে, যার দ্বারা আমরা নতুন জন্ম লাভ করি যা পিতরের সাক্ষ্যের বিরোধী *"কারণ তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য, হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ''* (১ পিতর ১:২৩)।

ত্রুটি ৯: যারা শিক্ষা দেয় যে, খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেননি যে, বিশ্বাসীরা ত্রুটিহীনভাবে বিশ্বাসে অগ্রসর হবে।

প্রত্যাখ্যান : খ্রীষ্টের বাণীকেও বিরোধীতা করে, যিনি বলছেন, *"যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়; আর তুমিও একবার ফিরিলে পর তোমার ভ্রাতৃগণকে সুস্থির করিও''* (লূক ২২:৩২)। যোহন ও ঘোষণা করেছেন, *"পবিত্র পিতা, তোমার নামেতে তুমি রেখো ধরে, এই জগতের থেকে তুমি সরিয়ে নাও ও প্রার্থনা আমি করি না, কিন্তু জগতের মন্দতা থেকে রক্ষা কর"* (যোহন ১৭:১১, ১৫, ২০)।

উপসংহার

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে রক্ষণশীলভাবে সাজিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ বোধ্য ও অকপট স্বীকারোক্তি, যা সম্মানের দাবী রাখে। সেই পাঁচটি অনুচ্ছেদ বেলজিক মণ্ডলীর সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে যাতে শিক্ষাগুলি পরিমার্জিত হয়ে মুক্তধারায় পরিণত হতে পারে। সেই মুক্তধারায় যখন ভ্রান্ত শিক্ষার পঙ্কিলতা ধুয়ে যাচ্ছে, তখন প্রক্রিয়াটির দ্বারা অনেকেই বেশ বিচলিত হয়েছে। সিনোড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই শিক্ষা গ্রহন করা হবে ঈশ্বরের বাক্য থেকে, এবং সংশোধিত মণ্ডলীগুলির স্বীকারোক্তির সাথে একমত হয়ে তা করা হবে। যখন পরিলক্ষিত হবে যে কোনোভাবে বা কোন প্রকার আচরণগত ত্রুটির দ্বারা সত্য, ন্যায়বিচার ও দানশীলতা বিঘ্নিত হবে না, তখন সাধারণের মধ্যে সেটাকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবেঙ্খ

''পূর্ব নির্ধারণ সম্পর্কিত যে সকল শিক্ষা সংশোধিত মণ্ডলীগুলিতে রয়েছে বা সেই সম্বন্ধীয় লেখনী রয়েছে তা সংযুক্ত করা হল। ঐ সকল শিক্ষার মাহাত্ম ও প্রয়োজনীয় বিশেষ দিক মানুষের মনের অন্ধকার যেমন দূর করে অন্যদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রতি মিথ্যা আসক্তিকেও নস্যাৎ করেঙ্খ যেন এটি একটি আফিংয়ের নেশার মতো বা

মাংসিক অভিলাষের মতো আকর্ষণ তৈরি করে, দিয়াবল ও শয়তান শক্ত দূর্গের মধ্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে ফলের জন্য, এবং সেখান থেকেই বহু মানুষকে যে আঘাত হানে, হতাশা, নৈরাশ্য ব্যঞ্জক, নিরপত্তাহীনতার অভাবমূলক হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ও মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়; সেটা ঈশ্বরকেই পাপের স্রষ্টা বলে দাবী করে, তাঁকে নির্দয়, ন্যায় বিবর্জিত, স্বেচ্ছাচারী ও ভণ্ড বলে সাব্যস্থ করে; যা প্রক্ষিপ্ত বৈরাগ্যবাদ (Stoicism) ম্যানেসবাদ বা পৌত্তলিক ধর্মীয় ব্যবস্থা (Manichism); উদারতার নামে লাম্পট্যতা (Libertinism); ও টারসিবাদ যা মানুষকে মাংসিকভাবে নিরাপদ হতে শেখায়, যেহেতু তারা ঐ সকল শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ও বিশ্বাস করে যে কোন কিছুই মনোনীত লোকেদের পরিত্রাণকে নষ্ট করতে পারে না, সুতরাং, যার যে রকম খুশী সেইভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সুতরাং, তারা নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন প্রকার অপরাধমূলক কাজ করতে পারে।

এমনকী যদি সকল সাধুগণের কার্যগুলোকে তুল্য মূল্য করে দেখা হয় বা তিরস্কার করা হয়, তবে তাদের বাধ্যতার বহর তাদের পরিত্রাণ পর্যন্ত পৌঁছবে না। ঐ একই শিক্ষা বলে যে, ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ও স্বৈরতান্ত্রিক ইচ্ছায়, পাপের তোয়াক্কা না করে জগতের অধিকাংশ মানুষকে দণ্ডাজ্ঞার পথে ঠেলে দিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নির্মাণ করেছেন; একই প্রকারে যেখানে মনোনীতকরণ হল উৎস ও বিশ্বাসের কার্যের উৎস, তিরস্কার হল অবিশ্বাস ও অভক্তির লক্ষণ; ঠিক যেমন বিশ্বস্ত লোকের সন্তানদের মধ্যে অনেক সময় অপরাধবোধ বলে কিছু থাকে না, জন্মের পর থেকেই যেন তারা নরকের নিমিত্ত মনোনীত, তাই, বাপ্তিস্ম, মণ্ডলীর প্রার্থনা কোন কিছুই কোন কাজে আসে না। আরও অনেক বিষয় যা সংশোধীত মণ্ডলী শুধু যে বিশ্বাস করে না তা নয়, বরং সর্বান্তকরণে ঘৃণা করে।

সুতরাং, প্রভুর নামে ড্রটের সিনোড যত জন ভক্তিভরে প্রভুর নামে ডাকে তাদের স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে সংশোধিত মণ্ডলীর বিশ্বাসকে পরোখ করে নেয়; কিন্তু চারিদিকে যে অপবাদ বা গুজব ছড়ানো রয়েছে সেখান থেকে নয়; বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেও নয় বা প্রাচীন ও আধুনিক অধ্যাপকদের থেকেও নয়, কারণ বহুক্ষেত্রে তা অসৎ উপায়ে ও বিকৃতরূপে এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে লেখক মূল চিন্তার বহির্ভূত; কিন্তু সেগুলো জানতে হবে মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি থেকে ও রক্ষণশীল শিক্ষার ঘোষণার থেকে যা সকলের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সিনোডের মাধ্যমে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে এসেছে।

অধিকন্তু, সিনোড সাবধানবাণী দিচ্ছে যেন রটনাকারী লোকেরা ঈশ্বরের বিচারকে ভয় পায় ভ্রান্ত সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং দূর্বলচিত্ত মানুষদের কষ্ট দেওয়ার জন্য, এবং বিশ্বস্ত লোকেদের সমাজকে সমস্যায় ফেলার জন্য। পরিশেষে, সিনোড খ্রীষ্টের সুসমাচারে বিশ্বাসী ভ্রাতাদেরকে উৎসাহিত করে যাতে পবিত্র জীবনযাপনে নিবিষ্ট থাকে ও বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ ও মণ্ডলীগুলিতে সঠিক শিক্ষা দিতে পারে। লেখায়, আলোচনায় যাতে তাঁর গৌরব ও জীবনের পবিত্রতা প্রকাশ পায় ও দুঃখী মানুষদের জন্য শান্ত্বনা দিতে পারে; যাতে শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়, বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা শুধু আবেগ দ্বারা নয়, ভাষার দ্বারাও পবিত্র শাস্ত্রের অকৃত্রিমতাকে বজায় রাখতে প্রয়োজন অতিরিক্ত বিভিন্ন শব্দবন্ধ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। গ্রিস দেশের তাত্বিক পণ্ডিতদের মতো তর্ক বিতর্ক নয় সংশোধিত মণ্ডলীর শিক্ষার অপমান যেন না হয়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বর পুত্র, যিনি পিতার দক্ষিণ হস্তে বিরাজমান, মানুষকে বরদানে ভূষিত করেন, সত্যে আমাদের শুচী করেন, ভ্রান্ত পথে চললে তিনি সত্যের পথে নিয়ে আসেন, রটনাকারী লোকেদের মুখ বন্ধ করেন, ও প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার আত্মা দ্বারা বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের সংরক্ষণ করেন যাতে সকল আলোচনা ঈশ্বরের গৌরব কেন্দ্রীক হয় ও যারা শ্রবণ করে তারা গেঁথে ওঠে। আমেন।

এটা হল আমাদের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত যা আমরা সুনিশ্চিত করছি আমাদের নাম দ্বারা। এখানে নিম্নলিখিত নামগুলি আছে, সিনোডের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, ওলন্দাজ মণ্ডলীর ঈশ্বরত্বের অধ্যাপকগণ শুধু নয়, বরং সকল সদস্যরা যারা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে সিনোডে মণ্ডলীর তরফ থেকে অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন, জার্মান ইলেকটোরাল প্যালাটিনেট, হেসিয়া, সুইজারল্যান্ড, উইটারো, জেনিভার রিপাবলিক মণ্ডলী, ব্রেমেনের রিপাবলিক মণ্ডলী, এমডেনের রিপাবলিক মণ্ডলী, গেলডারল্যান্ড ও জুটফেনের রিপাবলিক মণ্ডলী দক্ষিণ হল্যান্ড উট্রেচ প্রদেশের জিল্যান্ড, ট্রান্সিলভ্যানিয়া, গ্রনিঙ্গেন ও ওমল্যান্ড, ড্রেন্ট ও ফরাসী মণ্ডলীর থেকে।